চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 8 June 2019 ■ আগরতলা, ৮ জুন, ২০১৯ ইং ■ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে ধামাচাপা পড়া রাজনৈতিক খুনের ঘটনা তুলে আনতে জোর উদ্যোগ, আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। বিগত দিনে রাজ্যে রাজনৈতিক খুনের ঘটনার সন্ধানে বিজেপি জোট সরকার জোর উদ্যোগ নিয়েছে। যেসব রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে আবার তুলে আনা হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে সরকার আইনগত ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই উদ্যোগে এতদিন বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কেঁদেছিল হয়তো তার কিছুটা সুফল উঠে আসতে পারে। এতে করে পূর্বতন সরকারের নগ্ন দলবাজির বিষয়টিও উঠে আসবে।

সন্ত্রাসের ঘটনায় পুরনো ফাইল গর্ত খুঁড়ে বের করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। রাজনৈতিক হিংসায় খুন হয়েছেন, অথচ ওই ঘটনায় বিচার হয়নি। এমন মামলা পরীক্ষা নিরিক্ষার জন্য কমিটি গঠন করেছে ত্রিপুরা সরকার। আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথের নেতৃত্বে ওই কমিটিতে রয়েছেন আইন দপ্তরের প্রধান সচিব দাতামোহন জমাতিয়া এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব দেবানন্দ রিয়াং। তাঁদের সুপারিশেই নতুন করে মামলা পরিচালনা হবে এবং দোষীর সাজার ব্যবস্থা করবে ত্রিপুরা সরকার।

এ-বিষয়ে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, দীর্ঘ ২৫ বছরে বহু মানুষ রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়েছেন। বহু মানুষ নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। অথচ ওই ঘটনায় আজও বিচার হয়নি এমন বহু মামলা হিমঘরে পড়ে রয়েছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক হিংসায় খুন হয়েছেন, কিন্তু বিচার হয়নি। অথচ পরিবারের দাবি, সঠিক তদন্তের অভাবেই দোষীর সাজা হয়নি, এমন মামলা পরীক্ষা নিরিক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটি পুরনো মামলায় তদন্ত করবে। মামলার গভীরে গিয়ে খতিয়ে দেখবে। তার ভিত্তিতে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ করবে।

আইনমন্ত্রীর কথায়, এখন এই কমিটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাথে মিলে নীতি নির্ধারণ করবে। তারপর, রাজনৈতিক হিংসার পুরনো মামলাগুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা শুরু হবে। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে রাজনৈতিক স্বার্থে বহু খুনী অবাধে ঘোরাফেরা হয়নি। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক হিংসায় খুন হয়েছেন প্রত্যেকটি

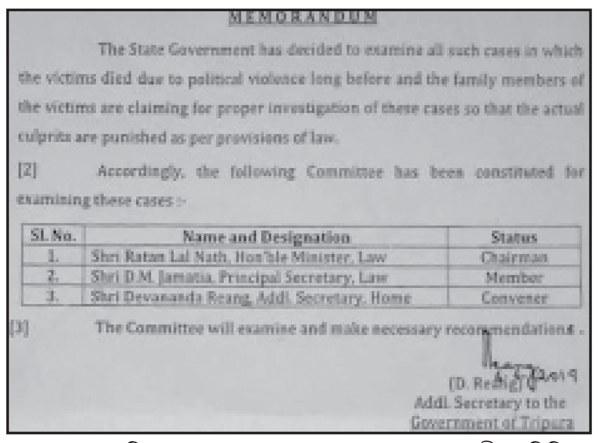

MEMORANDUM

The State Government has decided to examine all such cases in which the victims died due to political violence long before and the family members of the victims are claiming for proper investigation of these cases so that the actual culprits are punished as per provisions of law.

[2] Accordingly, the following Committee has been constituted for examining these cases :-

Sl. No.	Name and Designation	Status
1.	Shri Ratan Lal Nath, Hon'ble Minister, Law	Chairman
2.	Shri D.M. Jamatia, Principal Secretary, Law	Member
3.	Shri Devananda Reang, Addl. Secretary, Home	Convener

[3] The Committee will examine and make necessary recommendations.

(D. Reang)
Addl. Secretary to the
Government of Tripura

করছে। পুলিশের তদন্তে গাফিলতির কারণে এবং দূর্বল চার্জশীট খুনের মামলায় বিচার মামলা নতুন করে পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হবে। কেন বিচার হয়নি, তা খতিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সন্ত্রাসের রাজনীতির অবসান করতে চাইছি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। সন্ত্রাস এবং ষড়যন্ত্র ইস্যুতে আজ বিপ্লব কুমার দেব বিরোধীদের তুলোধুনো করেছেন। বিপ্লবের কথায়, রাজ্যে দীর্ঘকাল ধরে সন্ত্রাসের রাজনীতির পরম্পরা ছিল। কিন্তু, এখন সন্ত্রাসের রাজনীতির অবসান করতে চাইছি। তাঁর সাফ কথা, বিজেপি সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়।

শুক্রবার বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, নরেন্দ্র মোদির সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ মন্ত্রে দীক্ষিত বলেই, ত্রিপুরায় ইতিহাস রচনা করা গিয়েছে। আর ত্রিপুরায় ২৫ বছরের বাম শাসনের অবসানের প্রতিফলন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর মতে, ত্রিপুরাবাসী এবং গোটা দেশবাসী বিজেপির প্রতি আস্থার পরিচয় দিয়েছেন।

এদিকে, আজ আবারও বিপ্লব দেব রাজ্যে সরকার পরিবর্তনে সমস্ত কৃতিত্ব নরেন্দ্র মোদিকে দিয়েছেন। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদির সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই ২০১৮ সালের ৩ মার্চ ত্রিপুরায় ইতিহাস রচনা হয়েছে। ঠিক একইভাবে, নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরায় যে ক্যারিশ্মা দেখিয়েছেন তা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানেও বিজেপির উত্থান প্রচন্ডভাবে শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সরকারকে দিয়ে উন্নয়নের মাপকাঠি তৈরি হয় না। নির্ণায়ক হলেন পৃষ্ঠাপ্রমুখরাই। তিনি বলেন, বিধানসভা নির্বাচনে ৪৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনে তা বেড়ে হয়েছে ৪৯ শতাংশ। নির্বাচনে ফলাফল ভাল হলেও পরিস্থিতি নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নন, তা আজ বুঝিয়ে দিয়েছেন বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর দাবি, রাজ্যে দীর্ঘকাল ধরে সন্ত্রাসের রাজনীতির পরম্পরা ছিল। কিন্তু, এখন সন্ত্রাসের ভর করে রাজনীতির অবসান করতে চাইছি। তাঁর সাফ কথা, বিজেপি সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তাই তিনি সেই পথে না যাওয়ার জন্য দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান। তাঁর মতে, সন্ত্রাসের রাজনীতির বদলে বিকাশ নীতিই সাফল্যের চাবিকাঠি।

তাঁর কথায়, লোকসভা নির্বাচনের আগে ত্রিপুরায় যে পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল রাজ্যবাসী তার যোগ্য জবাব দিয়েছেন। মডেল ত্রিপুরা, শান্তির ত্রিপুরা চাইছেন রাজ্যবাসী, তা-ও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-কে যারা ভোট দেননি ত্রিস্তর নির্বাচনে তাঁদের কাছে পৌছাতে হবে, দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন বিপ্লব দেব। তাঁর বক্তব্য, ওই ভোটারদের বোঝাতে হবে উন্নয়ন শুধুই নরেন্দ্র মোদির হাত ধরেই সম্ভব। তবেই, রাজ্যে নতুন ইতিহাস রচনা হবে, আশা প্রকাশ করে বলেন বিপ্লব দেব।

মুখ্যমন্ত্রী আজ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিজেপি সরকারের জমানায় কোন সুপারিশের স্থান নেই। যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সরকার সবরকম সহায়তা দেবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর দেড় বছরে ৭.১ শতাংশ বেকারত্ব কমেছে। তাই তিনি মনে করেন, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার দীশায় এগিয়ে চলেছে রাজ্য সরকার। বিপ্লবের দাবি, নরেন্দ্র মোদির সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ সাথে সব-কা বিশ্বাস মন্ত্রে সুবিধা সরাসরি সুবিধাভোগীর কাছে পৌছায়। তাই, দেশবাসী বিজেপি-র প্রতি আবারও আস্থা রেখেছেন।

এদিকে, নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প খুঁজে পাননি দেশবাসী । তাই বিরাট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার আগরতলায় বিজেপির ধন্যবাদ র‍্যালীতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘরেই মৃত্যু হল মদ্যপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন ।। অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিজ ঘরেই মৃত্যু হল এক মদ্যপ ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ধর্মনগর থানার অধীন গঙ্গানগর এলাকায়। নিহত ব্যক্তির নাম দিলীপ কুমার দেববর্মা। অল্পেতে রক্ষা পেয়েছেন তার ঘরের অন্য তিনজন।

সংবাদে প্রকাশ, গতকাল রাতে দিলীপ কুমার দেববর্মা তার ঘরে একাই ছিল। সে আকন্ঠ মদ্যপান করেছিল। রাত দুইটা নাগাদ তার ঘরের পাশের ঘরের হিরণজয় দেববর্মা দেখতে পান ঘরে আগুন। তিনি কোনও রকমে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তারপর দিলীপ কুমার দেববর্মাকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, কোনভাবেই সম্ভব হয়ে উঠেনি। প্রতিবেশীরা খবর দেয় ফায়ার সার্ভিসে। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘরের মধ্য অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে দিলীপ কুমার দেববর্মা। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। আশঙ্কা করা হচ্ছে অতিরিক্ত মদ্যপান করে নিজের হুশ হারিয়ে ঘরেই আগুন ধরিয়ে দেয় দিলীপ কুমার দেববর্মা।

জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে আগরতলায় জমজমাট বাজার। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

নীতি আয়োগের বৈঠকে যাবেন না মমতা, প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন সিদ্ধান্ত

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): প্রত্যাবর্তনের পর প্রধানমন্ত্রী পদে বসে নরেন্দ্র মোদী পুনরায় দেশের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন। আগামী ১৫ জুন নীতি আয়োগের পরিচালন পর্ষদের বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছিল গত কয়েকদিন ধরেই। অবশেষে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লিখিতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'নীতি আয়োগের কোনও আর্থিক ক্ষমতা নেই এবং ক্ষমতা নেই রাজ্যের পকিল্পনাকে সমর্থন করার। তাই ১৫ জুনের বৈঠকে উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে নিষ্ফলা।'

সূত্রের খবর, আগামী ১৫ জুন নীতি আয়োগের বৈঠকে মূলত কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার নিয়ে আলোচনা হবে। সেখানে গরিব চাষিদের উপকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের ভবিষ্যতপরিকল্পনা তুলে ধরবেন। সমস্ত রাজ্যের সহযোগিতা চাইতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও সমস্ত রাজ্যের রাজ্যপাল ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উপ-রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদেরও ডাকা হয়েছে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, নীতিগত ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নীতি আয়োগের বিরোধী। যোজনা কমিশন তুলে দিয়ে নীতি আয়োগ তৈরির প্রতিবাদও করেছিলেন তিনি। এই নিয়ে নীতি আয়োগের পরিচালক পরিষদের পঞ্চম বৈঠক বসছে। এই প্রথম নয়, এর আগে নরেন্দ্র মোদী প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পরেও নীতি আয়োগের বৈঠকে যাননি মমতা।

বিজেপিতে মিশল ত্রিপুরা রাজ্য শ্রমিক উন্নয়ন মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন ।। অবশেষে সব লম্ফজম্ফের অবসান ঘটল। ত্রিপুরা রাজ্য শ্রমিক উন্নয়ন মঞ্চের ঝাপ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। মজদুর সংঘের ১৩টি শাখার বিলুপ্তি ঘটিয়ে তাদের প্রত্যেকেই বিজেপি'র পতাকাতলে মূল শিবিরে যুক্ত হল। এর ফলে বিচ্ছিন্ন কোন সংগঠন রইল না। উন্নয়ন মঞ্চের যেসব অফিস ছিল সেগুলো বিজেপি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিজেপি'র নিজস্ব কোন মোটর শ্রমিক সংগঠন নেই। বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠা কোন সংগঠনকেই বিজেপি স্বীকৃতি দিতে নারাজ। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই মতানৈক্য চলছিল। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বের কঠোর মনোভাবের ফলে উন্নয়ন মঞ্চ শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বহীন হয়ে গেল। উন্নয়ন মঞ্চের নামধারী কিছু নেতা রাজ্যে বাম জমানার অবসান ঘটার সাথে সাথেই গজিয়ে উঠেছিল। এমনকি সংগঠনের ১৩টি শাখারও আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তাদের মধ্যে প্রতিনিয়তই মতভেদ ও হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ঘটে চলছিল। তাতে সাধারণ যাত্রীরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন। রাজ্যের শাসকদল তা ভাল চোখে দেখেনি। রাজ্যের বিভিন্ন মোটরস্ট্যান্ড উন্নয়ন মঞ্চের নামধারীদের হাতে তুলে না দিয়ে সরকার এসব মোটরস্ট্যান্ড পরিচালনার দায়িত্ব ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের হাতে তুলে দিয়েছে। মোটরস্ট্যান্ডগুলিতে যাতে কেউ দাদাগিরি করতে না পারে সেজন্য শাসক দলের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মোটরস্ট্যান্ডগুলিতে কোন সংগঠন যাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং যাত্রী পরিষেবা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

আমবাসা-গন্ডাছড়া রোডে টিআরটিসি পরিষেবা বন্ধ দুর্ভোগে নিত্য যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাস পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টিআরটিসির নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার পর বলেছিলেন সড়ক পরিবহণে টিআরটিসি আরও বেশী সক্রিয় ভাবে কাজ করবে। বিভিন্ন রুটে নতুন করে বাস পরিষেবা চালু করা হবে। কিন্তু, দেখা গেল রাজ্যের অন্যতম প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে পরিচিত গন্ডাছড়ায় বাস পরিষেবা প্রায় বন্ধ হয়ে রয়েছে।

আমবাসা ও গন্ডাছড়া সড়কের যাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই সড়কে টিআরটিসি বাস পরিষেবা চালু করা হোক। সেই মোতাবেক ২০১৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাজ্যপালের হাত ধরে আমবাসা ও গন্ডাছড়াযর মধ্যে টি আর টি সি বাস পরিষেবা চালু হয়েছিল। কিছুদিন নিয়মিতই পরিষেবা ছিল। মাঝে মধ্যে তেলের জন্য বিঘ্ন ঘটলেও পরিষেবা ভালোই চলছিল। যাত্রীরাও আমবাসা ও গন্ডাছড়ার মধ্যে টি আর টি সি বাস পরিষেবা পেয়ে অনেকটাই খুশি হয়েছিল। কিন্তু ৯ মে থেকে এই টি আর টি সি বাস পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে। মূলত তেলের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে এই বাস পরিষেবা। এ বিষয়ে বারবার দপ্তরকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ এই বাস পরিষেবা। যার ফলে আমবাসা ও গন্ডাছড়া সড়কের যাত্রীদের ফের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। বেসরকারি বাসের ভাড়ার তুলনায় টি আর টি সি- বাসে ভারাও ছিল কম। ফলে টি আর টি সি বাসে যাত্রীও ছিল ভালো সংখ্যক। আমবাসা টিআরটিসি স্টেশনের স্টেশন ইনচার্জ ধরণী রেবা জানান মূলত তেল ও চাকার সমস্যার জন্য বর্তমানে টি আর টি সি বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে রয়েছে। দপ্তর থেকে প্রতি মাসে টি আর টি সি বাসটির জন্য ৩০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু এই টাকা দিয়ে ক্রয় করা তেলে এক মাস গাড়ি চালানো যায়না। তার উপর চাকা খারাপ হলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলতি মাসে রেশনে মিলবে ৩ কেজি চিনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রাজ্য সরকার রাজ্যের সব ভোক্তাদের ভর্তুকি মূল্যে রেশন কার্ড পিছু ১ কেজি করে চিনি সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। লোকসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্য সরকার এবিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল কিন্তু নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যায়নি। নির্বাচনি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর জুন মাস থেকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। জুন মাসে প্রত্যেক রেসন কার্ড পিছু ৩ কেজি চিনি সরবরাহ করা হবে। প্রতি কেজি ২৩ টাকা মূল্যে রেসন কার্ড থেকে ভোক্তারা চিনি সংগ্রহ করতে পারবেন। এজন্য রাজ্য সরকারের ভর্তুকি হিসেবে দিতে হবে ১৭.৮০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুধু মাত্র অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ডধারী ভোক্তাদের ১ কেজি করে ভর্তুকি মূল্যে চিনি সরবরাহ করা হত। বর্তমান সরকার এই প্রথা তুলে দিয়ে সকলের জন্য ভর্তুকি মূল্যে চিনি সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

আবারও সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করবে সরকার, প্রক্রিয়া শুরু ১০ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। আবারও রাজ্যে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান কিনবে রাজ্য সরকার। গত খারিফ মরসুমে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান কেনার পর চলতি রবি মরশুমেও রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। খাদ্য, জনসংভরন ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় আগামী ১০ জুন থেকে ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে প্রতি কুইন্টাল ১৭৫০ টাকা দামে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হবে। আজ সন্ধ্যায় খাদ্য দপ্তরের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব এই সংবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, একজন কৃষক ন্যূনতম ২ কুইন্টাল থেকে সর্বোচ্চ উৎপাদিত যে কোন পরিমাণ ধান বিক্রি করতে পারবেন।

এদিন তিনি জানান, রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক উদ্যোগে ২০১৮-১৯ খারিফ মরশুমে রাজ্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মত রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে তাঁদের উৎপাদিত ধান সংগ্রহ করা হয়। প্রথমবারের এই সংগ্রহ পর্বে ভারতীয় খাদ্য নিগম রাজ্য সরকারকে সাহায্য করেছিল। খারিফ মরশুমে মোট ১০,৪০৫ মেট্রিকটন ধান ত্রিপুরা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। চলতি রবি মরশুমেও ১০,০০০ মেট্রিকটন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে। তার জন্য রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

খাদ্যমন্ত্রী আরও জানান, রবি মরশুমে রাজ্য সরকার নিজস্ব পরিকাঠামোতেই ধান সংগ্রহ করবে। এফ সি আই এবার এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকবেনা। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের ৮টি জেলার ১৮টি ব্লক/ পুরপরিষদ/নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ধান সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হবে। ওই এলাকাগুলি হচ্ছে মোহনপুর ব্লক, জিরানীয়া ব্লক, খোয়াই ব্লক, তেলিয়ামুড়া ব্লক, বিশালগড় ব্লক, তেপানীয়া ব্লক, কাকড়াবন ব্লক, মাতাবাড়ী ব্লক, নলছড় ব্লক, দুর্গাচৌমুহনী ব্লক, ডুকলী ব্লক, বকাফা ব্লক, রাজনগর ব্লক, সাতচাঁদ ব্লক, চণ্ডীপুর ব্লক, পানিসাগর ব্লক, সোনামুড়া ও বিলোনীয়া। সাথে যোগ করেন, এছাড়াও ইচ্ছুক চাষীগণ সরাসরি বোধজংনগর ও খয়েরপুরে অবস্থিত ধান কলে নির্দিষ্ট মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারবেন। প্রতিটি ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে সেই মহকুমার অন্তর্গত সকল ব্লক এবং পার্শ্ববর্তী মহকুমার কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ধান বিক্রি করতে পারবেন।

খাদ্যমন্ত্রী আজ সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রির জন্য আগ্রহী কৃষকদের ওই এলাকার সংশ্লিষ্ট কৃষি আধিকারিক, ভি এল ডব্লিউ / এগ্রি সেক্টর অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সাথে বলেছেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন ।। কল্যাণপুর থানা এলাকার উত্তর কমলনগরে বাসিন্দা পেশায় কৃষক জয়দেব সরকারের কন্যা তিতলি সরকার। বয়স চার বছর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে ঠাকুরের পূজা ছিল। পূজা শেষে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। তখন তিতলির মা তিতলিকে প্রসাদ খাওয়ার জন্য ডাকে। কিন্তু মেয়ের কোন সারা পাচ্ছিলেন না তিনি। সাথে সাথে শুরু হয় চিৎকার। বাড়িতে চিৎকার শুনে পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। সকলে মিলে তিতলির খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তখনই বাড়ির পাশের পুকুরের জলে তিতলির দেহ পাওয়া যায়। সাথে সাথে তিতলিকে নিয়ে আসা হয় কল্যানপুর হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসক তিতলিকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন বলে জানান স্থানীয়রা। তিতলির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৩৫ ▫ ৮ জুন ২০১৯ ইং ▫ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ত্রিপুরায় ভূমি সংস্কার

রাজন্য বা জমিদারী আমলেও ভূমিদান প্রথা চালু ছিল। তখন ভূমিহীনদের ভূমি দান করাকে অনেকেই পূণ্য মনে করিতেন। গণতন্ত্রের জয়যাত্রার যুগেও সেই ভূমিদান পর্ব জোর কদমেই চলিয়াছে। ত্রিপুরায়ও বামফ্রন্ট আমলে ভূমিদান পর্ব চলিয়াছে জোর কদমে। এই ভূমিদানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি থাকিবার কথা। বাম আমলে সঙ্গীত গ্রামের নামে বিস্তর জমি দেওয়া হইয়াছিল। পাত্তা নাই সেই সঙ্গীত গ্রামের। যাদু সম্রাট পি সি সরকারকে যাদুনগর করিবার জন্য ভূমি দান করিয়াছিল বাম সরকার। ইহা ছাড়াও অনেক দামী জমি রাজ্যের বেসরকারী বাণিজ্যিক সংস্থাকে দান করা হইয়াছে। ত্রিপুরায় ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের বেশ কিছু সংশোধনী আনা হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু, সেই সব সংশোধনী সত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে জমি দানের ক্ষেত্রে এমন সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হইতেছে যেখানে রাজনীতির সংকীর্ণতা জড়িত। দেখিয়া দেখিয়া সুবিধাভোগীদের সুবিধা দেওয়ার রাজনীতি। রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পরই ঘোষণা করা হইয়াচিল যে, সমস্ত নিয়ম নীতিকে উপেক্ষা করে যেসব জমি দান বা লীজ দেওয়া হইয়াছে সেগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। রাজ্যে শত শত ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা আছে। কিন্তু, সেখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক সংস্থাকে সরকারী মূল্যবান জমি দেওয়ার পিছনে রাজনীতি ও স্বার্থান্ধ নীতি কাজ করিয়াছে। সরকার বদলের পর সেইসব সরকারী জমি প্রাপকরা বিভিন্ন প্রভাবশালীকে ধরাধরি করিয়া পার পাইয়া যাইতেছেন।

রাজ্যে সবচাইতে উদ্বেগের বিষয়, কৃষি জমি দিনে দিনেই হ্রাস পাইতেছে। নির্বিচারে কৃষি জমি বাস্তুজমিতে রূপান্তরিত হইতেছে। একটি সরকারী পরিসংখ্যানেই দেখা গিয়াছে যে, গত এক দশকে অন্তত পাঁচ শতাংশের বেশী কৃষিজমি বাস্তু জমি বা অন্য কোনও কাজে ব্যবহার চলিতেছে। রাজ্যে কৃষকদের সমস্যা বাড়িতেছে। কৃষকরা অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য মূল্য পাইতেছে না। ফলে, খরচাপাতি করিয়া লাভের অংক ঘরে উঠে না। বিভিন্ন এলাকায় কৃষি জমিও পতিত পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। এরাজ্যে বর্গা আইন সগৌরবে চালু আছে। সত্তর ও আশির দশকে এরাজ্যে সিপিএম জোর আন্দোলনে মাতিয়াছিল। লাঙ্গল যাহার জমি তাহার নীতি কার্য্যকরে জোর তৎপর ছিল সরকার। এই আন্দোলনের ফসল ঘরে তুলিতে ব্যর্থ হইয়াছে সিপিএম। বর্গাদারদের কপালেই নামিয়া আসে গভীরতর সংকট। জমির মালিক জমি পতিত রাখিতেন কিন্তু বর্গা দিতেন না। পাছে জমি হাতছড়া হইয়া যায়, এই ভয় কাজ করিত। বাম সরকার বর্গাদারদের তালিকাও তৈরী করিয়াছিল। হিতে বিপরীত ফল হওয়ায় পরে এই বর্গাদার আইন কার্য্যকরের প্রতিযোগিতায় ভাঁটা পড়ে। ত্রিপুরার মোট আয়তন ১০ হাজার ৪৯১ বর্গ কিলোমিটার। ২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা ৩৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯১৭ জন। রাজ্যে বন এলাকাই ৬,২৯,৪২৬ বর্গ কিলোমিটার। সোজা কথায়, রাজ্যে বৃহত্তর এলাকাই তো সংরক্ষিত বনাঞ্চল। সুতরাং সমতল কৃষি জমিতে তো টান পড়িবেই। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি হইতে উত্তরণ কিভাবে তাহাও আজ ভাবিবার তাগিদ আনিয়াছে। এইসব বিভিন্ন সমস্যার দিকে নজর রাখিতে গিয়াই নতুন বিজেপি জোট সরকার ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়াছে। এই বিষয়ে গঠিত কমিটি ইতিমধ্যেই রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। ত্রিপুরায় উপজাতিদের জমি অউপজাতিরা ক্রয় করিতে পারিবে না। এই আইন প্রণয়নে লক্ষ্য ছিল অউপজাতিদের আগ্রাসন হইতে উপজাতিদের রক্ষা করা। কিন্তু, উপজাতিদের মধ্যেও এমন জোতদার শ্রেণী তৈরী হইয়াছে। গরীব উপজাতিদের জমি কিনিয়া নিতেছে। ইহাতে বিপদে পড়িয়া যে উপজাতি জমি বিক্রি করিতেছেন তিনি ন্যায্য দাম পাইতেছেন না। ইহার ফলে উপজাতিরাই উপজাতিদের প্রতারিত করিতেছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। সোজা কথায়, জমি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও দরিদ্র উপজাতিদের সেই বিড়ম্বনা থাকিয়াই যাইতেছে। রাজ্যে সরকারী ভূমির যথাযথ ব্যবহারই মানুষ আশা করে। জনহিতকর কাজেই এইসব জমিগুলিকে লিজ দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভূমি সংস্কার আইন সংশোধনের তাগিদ বাড়িয়াছে।

সাংগঠনিক শক্তি মজবুত করতে জন সংযোগ বাড়ানোর পরামর্শ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনে রাজ্য বড়সড় ধাক্কা খেয়ে এবার ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। আর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে জেলায় জেলায় দলীয় নেতৃত্বের খোলনলচে পরিবর্তন করতে নেমে পড়লেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই লক্ষ্যে এবার জেলা সফরে তৃণমূল সুপ্রিমো। জেলা নেতৃত্বকে মজবুত সংগঠন গড়ার পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আরও বাড়ানোর পরামর্শ দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জন্যে জনসংযোগ যাত্রার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গোটা রাজ্যেই হবে সেই যাত্রা। আগামী ২১ জুন থেকে জনসংযোগ যাত্রা শুরু হবে। তা চলবে ১৮ জুলাই পর্যন্ত। শুরুর দিকের যাত্রায় নেতৃত্ব দেবেন তৃণমূল নেতা সুব্রত বক্সী। শুক্রবার হুগলিতে দলের কর্মীসভায় এসে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার জন্য কারোর থেকে টাকা নেওয়া যাবে না। কাটমানি খেয়ে ওখানে অনেকে দলকে পিছিয়ে দিয়েছে। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আর বরদাস্ত করা হবে না। এবার অভিযোগ এলে এবার কড়া ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। সিঙ্গুরে হারের ময়না তদন্ত করতে গিয়ে দলীয় বৈঠকে জেলা নেতৃত্বকে কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সিঙ্গুরের হারে তিনি 'লজ্জিত' বলেও জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলার সংগঠন এখন থেকে দেখভাল করবেন ফিরহাদ হাকিম। তাঁকে সাহায্য করবেন তৃণমূল জেলা সভাপতি তপন দাশগুপ্ত, অসীমা পাত্ররা। নজরদারির দায়িত্বে থাকছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক-ও। সিঙ্গুর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতায় চূড়ায় তৃণমূল। গেরুয়া ঝড়ে সেই হুগলি লোকসভাতেই হারের মুখ দেখতে হয়েছে মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়কে। সাংগঠনিক স্তরে খামতি রয়েছে স্পষ্ট তৃণমূল সুপ্রিমোর প্রাথমিক ময়না তদন্তে। তাই বিধানসভা ভোটের আগে দলের জেলা স্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে এই প্রথম বৈঠক করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলার শুধু প্রথম সারির নেতাই নন। তৃণমূল ভবনে নেত্রীর ডাকা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত দলের প্রত্যেক স্তরের জনপ্রতিনিধিরা। রয়েছেন জেলা থেকে নির্বাচিত মন্ত্রী, সাংসদ, পঞ্চায়েত প্রধানরা।

হুগলি জেলায় রয়েছে তিনটি বিধানসভা। শ্রীরামপুর, হুগলি ও আরামবাগ। এর মধ্যে শ্রীরামপুরও আরামবাগ দখলে রাখতে পেরেছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। কিন্তু মোদী ঝড়ে জোড়াফুল শিবিরের কাছ থেকে খোয়া গিয়েছে হুগলি আসটি। তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবধান বেড়েছে শ্রীরামপুর কেন্দ্র থেকে। প্রায় ১৫ হাজার ভোট বাড়াতে পেরেছেন তিনি। আরামবাগে ২০১৪ সালে যেখানে তৃণমূল প্রার্থী অপরূপা পোদ্দারের জয়ের ব্যবধান ছিল ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার, সেখানে পাঁচ বছরের মধ্যে ব্যবধান কমে দাঁড়ায় মাত্র ১১৪২ ভোট।

হুগলি কেন্দ্রে ভরাডুবি হবে তা শাসক দলের অতিবড় সমর্থক, কর্মীরাও ভাবতে পারেননি। তৃণমূল প্রার্থী রত্না দে নাগকে ৭৩ হাজার ৩৬২ ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন বিজেপির লকেট চট্টাপাধ্যায়। হুগলি জেলায় রয়েছে ১৮টি বিধানসভা। লোকসভার প্রেক্ষিতে ১৮টির মধ্যে ৮টিতেই পিছিয়ে তৃণমূল। রাজ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য। কন্যাশ্রী রাষ্ট্রসঙ্ঘেও স্বীকৃতি পেয়েছে। তবুও কেন এমন ভরাডুবি? কোথায় খামতি রয়েছে? সূত্রের খবর সেইসবই জানতে চাওয়া হয় তৃণমূলের হুগলি জেলা নেতৃত্বের কাছ থেকে। এছাড়া আগামী ১৪ই জুন তৃণমূল সুপ্রিমো বীজপুরে যাবেন। মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায় বীজপুরের বিধায়ক। তবে তৃণমূল ছেড়ে তাঁর ঠাঁই বর্তমানে বিজেপিতে। উত্তর ২৪ পরগনার চার পুরসভাও তৃণমূলের হাতছাড়া। এই পরিস্থিতিতে দলীয় কর্মীদের মনে ভরসা দিতে মমতা যাবেন সেখানে। এবার লোকসভায় নদিয়ার দু'টি আসনই পেয়েছে গেরুয়া দল। তাই সংগঠন মজবুত করতে আগামী ২১ জুন নদিয়া জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন দলনেত্রী।

বিরোধী শূন্য রাজনীতির খেসারত দিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা

গৌতম রায়

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপির অভাবনীয় সাফল্য ঘিরে সর্বস্তরে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। একটা বড় অংশের মানুষের ধারণা, বামপন্থীদের ভোটের একটা বড় অংশ রামপন্থীদের দিকে ঝুঁকছে। তাই রামপন্থীদের এই সাফল্য। আপাতদৃষ্টিতে শতাংশের হিসেবে বামপন্থীদের ভোটের হার যেভাবে কমেছে তাতে প্রাথমিকভাবে এই ধারণায় শীলমোহর লাগানোর চেষ্টা হলেও গোটা বিষয়টি আমাদের একটু গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার।

প্রথম প্রশ্ন হল, এই লোকসভা নির্বাচনের অব্যাহতি আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ৪২-এ ৪২টি আসনের দাবি করেছিলেন, সেই দাবি ঘিরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ কতটা রক্ষিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশের ধারাবাহিকতা কতটা এ রাজ্যে বজায় থেকেছে, এই প্রশ্নটা প্রথমেই তুলতে হয়। কোন রাজ্যের শাসক যদি প্রকাশ্যে সবকটি আসনেই তাঁরা জিতবেন বলে দাবি করেন, তাহলে গণতন্ত্রে হালহকিকত নিয়ে প্রথমেই একটা তীব্র প্রশ্ন থেকে যায়।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দল চান তাঁরা সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করুন, কিন্তু সেই সর্বোচ্চ সাফল্য মানেটা এই নয় যে, সেখানে অন্য কোনও বিরোধী দল থাকবে না। ৪২-এ ৪২টি আসন দাবির ভেতর দিয়ে অন্য কোনও বিরোধী দল না থাকার যে ভয়াবহ দাবিটি প্রচ্ছন্নভাবে ধ্বনিত হয়েছিল, সেই ধ্বনির ভেতর দিয়েই কিন্তু প্রতিধ্বনিত হয়েছে সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দলের আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া এবং কেন্দ্রে শাসক দলের আসন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রাথমিক প্রবণতার বিষয়টি।

তার পাশাপাশি উঠে আসে বামপন্থীদের ভোটের হার কমে যাওয়া এবং একটি আসন না পাওয়ার বিষয়টি। বস্তুত গত আট বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের এ রাজ্যের শাসকদল বিরোধীশূন্য রাজনীতি করতে চেয়েছেন। এ রাজ্যের বর্তমান শাসকেরা যখন ২০১১-তে ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন প্রধান বিরোধী ছিল বামেরা। সেই বামেদের যে কোনও কৌশল প্রধান বিরোধীর জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যে ধরনের অনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং প্রসাশনিক উদ্যোগ এ রাজ্যের শাসকদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে, তার জেরে খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতা হারানো বামেরা তাঁদের সাংগঠনিক দিকগুলিকে আর আগের মতো শক্তপোক্তভাবে বজায় রাখতে পারেননি। একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, বাম শাসনের শেষের দিকে বেশ কয়েক বছর বামেদের সংগঠনের একটা বড় রকমের বাড়বাড়ন্তের পেছনে সব থেকে বড় কারণ ছিল এই যে, বামেরা প্রশাসনে আছেন, পুলিশ তাদের হাতের মুঠোয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত রকমে অলিগলিতে তাদের অবাধ বিচরণ।

তাই বামেদের সঙ্গে একটা বিরাট সংখ্যক 'লোক', হ্যাঁ এদেরকে 'লোক' বলেই উল্লেখ করলাম। 'মানুষ' বললাম না। কারণ বামেরা রাজ্যপাট থেকে সরে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই 'লোকে'রা জার্সি বদল করে বর্তমান শাসকদলে ভিড়ে যেতে দেরি করেনি। এই প্রবণতার ভেতর দিয়ে ২০১১-তে ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই বামেরা সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হতে শুরু করে। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল যে, এই দুর্বলতাকে ভয়ঙ্কররকমভাবে ইন্ধন জুগিয়ে নিজেদের দল ভারী করার খেলায় রাজ্যের শাসকরা নেমে পড়েন। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনকালে কিন্তু এভাবে বিরোধী দল ভাঙিয়ে শাসক দল ভারী করার প্রবণতা আদৌ দেখতে পাওয়া যায়নি।

তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবার পরেই তাঁরা প্রধান টার্গেট করেন বামপন্থী দলগুলিকে। বামপন্থী দলগুলির ভিতর দীর্ঘদিন মতাদর্শগত চর্চার সম্যক অভাবের দরুণ একটা ভড় অংশের কর্মী-সমর্থক, যাঁরা সবসময়ই 'শাসক' হয়ে থাকতে চান, শাসকের হয়ে গলা তুলতে চান, শাসকের হয়ে পাড়া থেকে মহল্লা সর্বত্রই নিজেদের দাপট বজায় রাখতে চান, তাঁরা খুব সহদেই ভিড়ে যায় নতুন শাসকদের সঙ্গে। কর্মীদের এই প্রবণতার পাশাপাশি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নানা কৌশল রাজ্যের শাসকের নিজেদের দিকে ভেড়াতে শুরু করেন। রাজ্যের শাসকেরা বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে নেতাকর্মী, সমর্থক থেকে শুরু করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিজেদের দিকে ভেড়ানোর প্রবণতা তৈরি করেন, সেই প্রবণতার জেরে বিরোধীশূন্য রাজনীতির মানসিকতা নিয়ে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক -প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে শুরু করেছিলেন। সেই প্রবণতা আরও প্রলম্বিত হয় তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে যে দুটি পঞ্চয়েত নির্বাচন এবং পুরসভার যে নির্বাচনগুলি হয় সেই নির্বাচনগুলির ভিতর দিয়ে।

স্থানীয় প্রশাসনের এইসব নির্বাচনগুলিতে কার্যত বিরোধী দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরিয়ে রাখা হয় রাজ্যের শাসক দলের উদ্যোগে। তার ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া গ্রামীণ বাংলায় পড়ে। গ্রামের মানুষের একটা অংশ যাঁরা সরাসরি জান কবুল করে বামপন্থী রাজনীতি করে চলেছেন, তাঁদের রাজনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত করতে রাজ্যের শাসক দল আইনি, প্রশাসনিক, নানা ধরনের হেনস্থা ঘটাতে শুরু করে। দুর্ভাগ্যজনক হল ভূমিস্তরের নিজেদের কর্মীসমর্থকদের একাংশের শাসকের হাতে ভয়াবহ আক্রমণের শিকার হওয়া সত্ত্বেও উচ্চস্তরের বামপন্থী নেতৃত্ব সবসময় তাঁদের ভূমিস্তরের এইসব নেতাদের পাশে জান কবুল করে দাঁড়াতে পারেননি।

হয়ত কোনও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা শহর থেকে কনভয় ছুটিয়ে নেতারা এসেছেন ছবি তুলেছেন, সেই ছবি ফেসবুকের পাতায় ভরে গেছে, খবরের কাগজের পাতায় সেই ছবি ঠাঁই পেয়েছে—কিন্তু তারপর সেই দলীয় কর্মীর পাশে থাকার যে ধারাবাহিক প্রবণতা দরকার ছিল, সেই প্রবণতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়নি। ফলে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, সেই শূন্যতাকে নানাভাবে আরএসএস তার নানা ধরনের তথাকথিত সামাজিক সংগঠনের ভেতর দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপিকে পায়ের তলায় জমি করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

বিশেষ করে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় নদিয়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ইত্যাদি জেলাগুলোতে একেবারে ভূমিস্তরে বামেদের নানা ধরনের সাংগঠনিক দুর্বলতা সত্ত্বেও শাসকদলের ভয়াবহ অত্যাচারকে উপেক্ষা করে যে সমস্ত বামপন্থী নেতাকর্মী ভূমিস্তরে কাজ করছেন, তাঁদেরকে মামলা-মোকদ্দমা, জেল, পুলিশ ইত্যাদিতে ফাঁসিয়ে দেওয়ার প্রবণতা রাজ্যের শাসক দল ভয়াবহ আকারে দেখিয়েছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে সরাসরি লড়াই করবার মতো জায়গায় বামপন্থীরা থাকতে পারেননি। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একেবারে মাটি কামড়ে লড়াই করা নিজেদের সেইসব কর্মী-সমর্থকদের পাশে জেলা বা রাজ্যস্তরের বামপন্থী নেতৃত্ব ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দাঁড়াননি। তাঁরা হয়ত এই কর্মী-সমর্থকদের একাংশের কাছে এসেছেন, দেখেছেন, তাদের দলের ফেসবুক করা কর্মী-সমর্থকরা এটাকেই বামপন্থীদের জান কবুল লড়াই বলে ফেসবুকে ছবি পোস্ট দিয়েছেন, কিন্তু এইশব আক্রান্তদের পাশে দিনরাত থাকেননি।

অতীতে চার, পাঁচ ,ছয়, সাতের দশকে বামপন্থী নেতাকর্মীরা তাঁদের ভূমিস্তরের কর্মীদের পাশে এসে দাঁড়াতেন, সেভাবে আজকের নেতৃত্বের বেশির ভাগটাই দাঁড়াননি। ফলে একটা ভয়ানক শূন্যতা, হতাশা, মানসিক বিষাদ একেবারে ভূমিস্তরের বামপন্থী কর্মীদের ভেতরে দীর্ঘদিন ধরেই তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছিল। নিজেদের ভূমিস্তরের এইসব জান-কবুল কর্মী-সমর্থকদের মনোবেদনার বিষয়টি জেলাস্তরের বা রাজ্যস্তরে নেতাদের কর্ণকুহরে কতটা পৌঁছেছিল তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়।

পৃথিবীতে যেমন কখনই কোনও শূন্যস্থান থাকে না, তেমনি রাজনীতিতেও কখনও কোনও শূন্যস্থান থাকে ন। পশ্চিবঙ্গের শাসক দল বিরোধীশূন্য রাজনীতির প্রচলন করার তাগিদে বামপন্থীদের খতম করার উদ্যোগে একাংশের বাম নেতা-কর্মী-মফস্সলে রাজনীতিতে যে শূন্যতা তৈরি হল, সেই শূন্যতাকে পূরণ করতে কিন্তু বিজেপি সরকার এগিয়ে আসেনি। এগিয়ে এসেছে আরএসএস তাদের হাজারো রকমের সামাজিক সংঘটনকে সঙ্গে নিয়ে। রাজ্যের শাসক শিবির কিন্তু গোটা রাজ্যজুড়ে আর এসএসের এই বাড়বাড়ন্ত নিয়ে হিমশীতল নীরবতা পালন করে গেছে। সংঘের মূল লক্ষ্য কিন্তু নিজেদের এই সমস্ত সামাজিক সংগঠনের ভেতর দিয়ে একটা সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে সাধারণ মানুষের ভেতরে এখটা বিশ্বাযোগ্যতার পরিবেশ তৈরি করা।

সেই পরিবেশ তৈরির ভেতর দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপিকে পায়ের তলায় জমি তৈরি করে দেওয়াই ছিল আরএসএসের একমাত্র লক্ষ্য। বস্তুত রাজ্যের শাসক দলবিরোধীশূন্য রাজনীতি করবার যে ভয়াবহ প্রবণতা তৈরি করল, এবং সেই প্রবণতার জেরে বামপন্থীদের সবরকমভাবে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালাল, তাদের সেই প্রচেষ্টার সুযোগ নিয়েই কিন্তু ঘোরতর হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন আরএসএস তাদের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের ভেতর দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপিকে রাজ্যের আনাচেকানাচে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলল। রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের তৈরি হওয়া ক্ষোভকে এভাবেই নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির মাধ্যমেই উদঘাটনের একটি জায়গা হিসেবে মেলে ধরল আরএসএস। বিরোধীশূন্য রাজনীতি করার তাগিদ থেকে রাজ্যের শাসক দল যখন বাম-রাম কোনও দলকেই রাজনৈতিকভাবে মাথা তুলতে দেয়নি, তখন কিন্তু বিজেপি তাদেরমূল চালিকাশক্তি আরএসএসের 'সামাজিক প্রযুক্তি', যাকে সমাজবিজ্ঞানীরা 'সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' বলে থাকেন, তার ভেতর দিয়ে নানা ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে।

এমনকী বহু ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসকদের হাতে আক্রান্ত ভূমিস্তরের বামপন্থী নেতাকর্মীদের পাশেও আরএসএসের এইসব হরেকরকমের সামাজিক সংগঠন কোনওরকম ব্যানার ছানা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের আইনি পরিষেভা দিয়েছে, বিশেষ করে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় রাজ্যের নানা জেলায় সম্মিলিত বিরোধীরা, তাঁদের ভিতরে কংগ্রেস থেকে বামফ্রন্টের অনেক দলেরই কর্মীসমর্থকেরা দলীয় নেতৃত্বের আদেশের তোয়াক্কা না করে, একদম ভূমিস্তরে, কোনওরকম দলীয় পতাকা, ফেস্টুন, ব্যানার, প্রতীক ছাড়াই কার্যত রাজ্যের শাসকদলের নানা ধরনের সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে রামপন্থীদের সঙ্গে একটা অলিখিত বোঝাপড়া করতে বাধ্য হয়েছে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞাতার নিরিখে এ জিনিসটা আমি নদিয়া এবং পুরুলিয়া জেলায় খুব বিশেষেবাবে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। যেসব বামপন্থীরা একেবারে ভূমিস্তরে থেকে লড়াই করছেন, তাঁরা যে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হালহকিকত সম্বন্ধে সম্যকভাবে ধ্যানধারণা নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই ব্যানার ফেস্টুন ছাড়া বিজেপির সঙ্গে অলিখিত বোঝাপড়া করেছিলেন এমনটা কিন্তু নয়। একদম বাঁচবারতাগিদ থেকেই এটা তাঁরা করেছিলেন। জীবন-জীবিকার তাগিদ থেকে তাঁরা এটা করেছিলেন।

সেই সময়ের গ্রামবাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরোধী দলগুলির উপরে যে ভয়াবহ শাসকের অত্যাচার চলেছিল, তাতে একদম ভূমিস্তরে নিজেদের কর্মীসমর্থকদের পাশে শক্তভাবে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে বামপন্থীরা যথোচিত দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখতে পারেননি-বেদনাদায়ক হলেও এই বাস্তবতাকে স্বীকার করতেই হয়। তাঁদের এই দুর্বলতা সুযোগটি কিন্তু আরএসএস তাদের নানা ধরনের শাখা সংগঠনগুলির সাহায্য নিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির প্রতি ব্যবহার করেছে।

মাত্র এক বছর আগে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এই সামাজিক-রাজনৈতিক একটা আঙ্গিক তৈরি হয়েছিল, সেই আঙ্গিককেই গত এক বছর ধরে আরএসএস তাদের নানা ধরনের সামাজিক প্রযুক্তির ভেতর দিয়ে অত্যন্ত সযত্নে লালনপালন করে সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে নিজেদের ঘরে সফল তুলেছে। দুর্ভাগ্যের বি,য় হল, বামপন্থীরা বড় বড় মিছিল করেছেন, জাঠা করেছেন, ব্রিগেড সমাবেশ করেছেন। সেই সমাবেশে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিড় হয়েছে। এইসব মিটিং-মিছিল জমায়েতে আসা সহযোদ্ধারা একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যাওয়ার পরে শাসকের ভয়াবহ অত্যাচারের মুখে পড়ে কীভাবে বুঝবেন তার কোনও ব্লু-প্রিন্ট কিন্তু বামেদের রাজ্য থেকে শুরু করে জেলা নেতৃত্ব তৈরি করতে পারেননি। ফলে মিটিংয়ে মিছিলে ভিড় ফেসবুকের পাতাতেই, টুইটারে পাতাতেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।

নির্বাচনী সংগ্রামে নিজেদের নিবিড় সামাজিক কর্মকাণ্ডের যে ফসল আরএসএস তুলে দিয়েছে নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির ঘরেতার পাল্টা সামাজিক সংগঠন বামেদের ছিল না। ফলে রাজ্যের সাশকদের বিরোধীনাশের প্রত্যক্ষ কর্মসূচিতে সবথেকে বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছে বামেদের।

এবারের নির্বাচনের ফলাফলের প্রেক্ষিতে একটা কথা বারবার উঠে আসছে, সেটি হল, বাম ভোট রামে যাওয়ার প্রসঙ্গ। এখানে একটা কথা খুব জোরের সঙ্গে বলা দরকার, যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট থাকে, যাকে কমিটেড ভোট বলা হয়। এই কমিটেড ভোটের অংশটি কিন্তু খুব বেশি নয়। এটি একেবারে দলীয় সদস্য, গোঁড়া সমর্থক এবং তাঁদের খুব সুনির্দিষ্ট বন্ধুবান্ধব পরিবার-পরিজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

তার বাইরে যে ব্যাপক ভোটার থাকেনা, সেই ভোটাররা কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দলেরকেনা গোলাম নন। তাই যদি হত তাহলে '৬২ সালের বিধানসভার নির্বাচনের বিধান রায়ের প্রতি ব্যাপক সমর্থনকারী ভোটাব, যাঁদেরকে সেই সময় কংগ্রেস মনে করত 'কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক', তাঁরাই '৬৭ সালে সেই কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করত না, কিংবা পরবর্তীকালে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নির্বাচনে যতই জল মেশানো থাকুক না কেন, তখনও যে নির্দিষ্টিভাবে কংগ্রেসের একদম পকে ভোট ছিল, সেই পকেট ভোট ধীরে ধীরে বামপন্থী ভোটে পর্যবসিত হত না। সেই বামপন্থী ভোটও কিন্তু চিরদিন বামপন্থীদের পৈতৃক সম্পত্তি থাকেনি।

বাম ভোট বলে শব্দটি ব্যবহার করে বিরোধীশূন্য রাজনীতির পরিবেশ তৈরি করবার ভয়াবহ প্রবণতা থেকে আজকে পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতিতে বিজেপিকে যে একটা উল্লেখযোগ্য জায়গা করে দেওয়া হল সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করবার একটা প্রবণতা দেখা, দিচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অভ্যন্ত স্পষ্টভাষায় বলতে হয় যে, কোনও ভোট কোনও রাজনৈতিক দলেরযদি চিরসঙ্গী হত, তাহলে কোনও রাজনৈতিক দলই কোনওদিন হারত না। বামপন্থীরাও ২০১১ সালে ক্ষমতাচ্যুতে হতেন না।

যে বাম ভোটার দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে বামপন্থীদেরর জিতিয়ে এসেছিলেন, সেই ভোটারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর দলকে জিতিয়েছে। আজ সেই বোটারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বিমুখ হয়ে একটা ভয়াবহ প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার জেরে সাম্প্রদায়িক বিজেপির তৈরি করা বিভাজনে রাজনীতি এবং তার পাশাপাশি রাজ্যের শাসকদের তৈরি করা প্রতিযোগিতামূলক বিভাজনের মুখে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে বেছে নিতেন না।

বস্তুত গণতন্ত্রে বিরোধীশূন্য রাজনীতির ভাবনাটাই ভয়ঙ্কর ফ্যাসিবাদী প্রবণতা। এই প্রবণতা একদিন হিটলারের ছিল। বস্তুত সেই প্রবণতার জেরেই হিটলার ধ্বংস হয়েছিলেন। বামফ্রন্টের ভরা জোয়ারে যখন একটা বড় অংশের মানুষ, বিশেষ করে যুবসমাজ তাঁদের পাশে ছিলেন, সেই সময় বামপন্থীরা যদি মনে করতেন 'বিরোধীশূন্য রাজনীতি' হবে, লোকসভায় রাজ্য থেকে ৪২-এ ৪২টা আসন তাঁরা পাবেন, আর বিধানসভায় ২৯৪ -এর মধ্যে ২৯৪টিই তাঁরা পাবেন, তাহলে দীর্ঘদিন ধরে এ রাজ্যে বামপন্থী শাসনে কংগ্রেসের একটা সুনির্দিষ্ট ভোটব্যাঙ্ক অক্ষুন্ন থাকত না। (সৌজন্যে-প্রতিদিন)

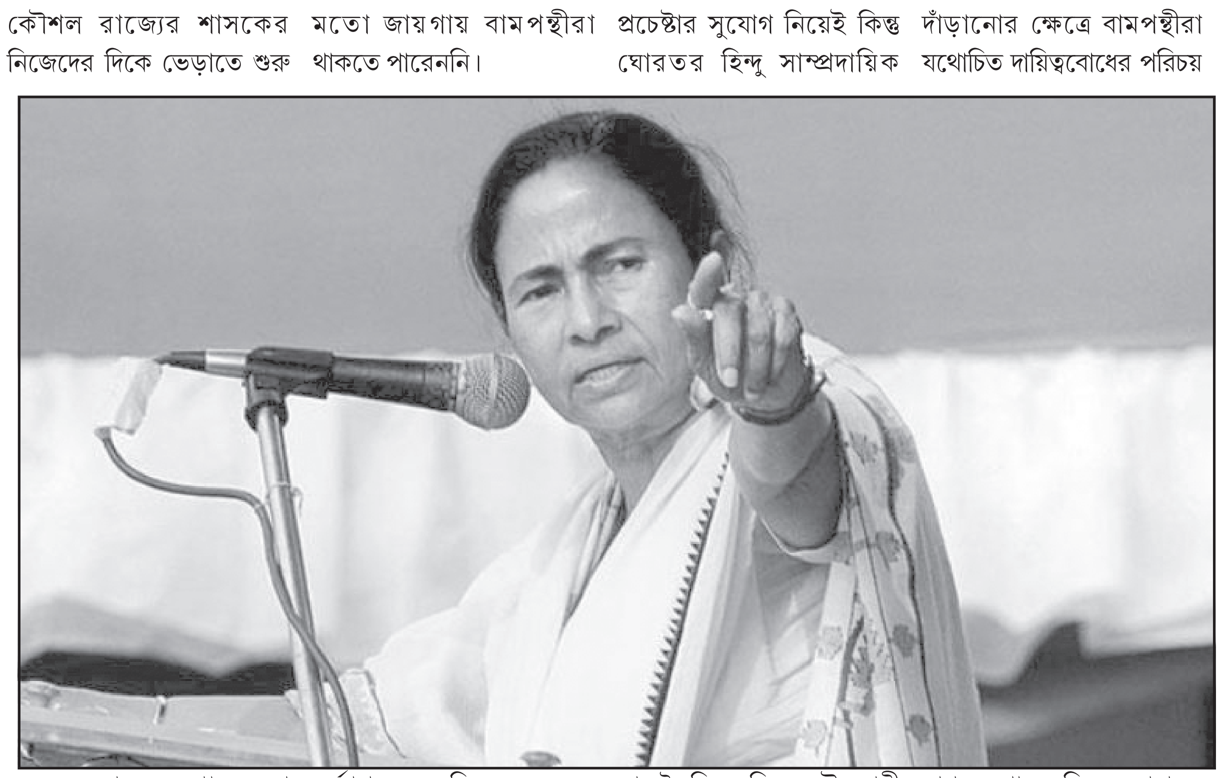

কলেজে ভর্তির ফরম পূরণ করার প্রক্রিয়া চলছে। শুক্রবার। ছবি-নিজস্ব।

কৈলাস বিজয়বর্গীর সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল, আতঙ্ক শুভেন্দু গড়ে

তমলুক,৭ জুন (হি. স.) : বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীর সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের একাধিক তৃণমূল নেতার হাসি মুখের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়াকে কেন্দ্র করে শাসক শিবিরে কার্যত ঝড় উঠেছে। তাহলে এবার পূর্ব মেদিনীপুরের অধিকারী গড়েই কি ফাটল ধরতে চলেছে শাসক শিবিরে। এই প্রশ্নই শাসক দলের নেতা কর্মীদের মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে। ভাইরাল হওয়া ছবি ছাড়াও গোপনে কোন বিধায়ক বা নেতা গেরুয়া শিবিরে গোপণে যোগাযোগ রাখছেন তানিয়ে রাজনৈতিক মহলেও জোর গুঞ্জন উঠেছে। এই ছবি প্রকাশ্যে এলেও শাসক শিবির দলবদলের সমস্ত সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি শিশির অধিকারী বলেন, কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। উনি জানিয়েছেন, হোটেল থেকে বের হওয়ার সময় বিজেপি নেতাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কেউ ওই ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছে। দলবদলের কোনও সম্ভাবনা নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কৈলাসবাবু শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহকারি সভাপতি বামদেব গুছাইতের পিঠে হাত রেখেছন। তার পাশেই একেবারে হাত জোড় করে অনুগতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সিরাজ সাহেব। ওই ছবিতে তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী সিদ্ধার্থ নস্করও রয়েছেন। এই ছবি ওয়াটস অ্যাপ ও ফেসবুকে আসার পর জেলার রাজনীতিতে কার্যত শোরগোল উঠেছে। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ও ২০১৬ সালে নন্দকুমার বিধানসভা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করেন। পঞ্চায়েত ভোটে পাঁশকুড়া থেকে শাসক দলের টিকিটে জেলা পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে পেশায় মৎস্য ব্যবসায়ী সিরাজ সাহেব খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ হন। অন্যদিকে, শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি বামদেব গুছাইত দলের আভ্যন্তরিণ কোন্দলের জেরে গত পঞ্চায়েত ভোটে টিকিট পাননি। তাঁর স্ত্রী খারুই২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। এই ছবি প্রকাশ্যে আসার পর সিরাজবাবুর মতো কোন কোন বিধায়ক ও জেলার আর কোন নেতা গোপনে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে তানিয়ে শাসক দলের মধ্যে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভোটের আগে এই জেলায় তৃণমূলের নিচু তলার কতিপয় নেতা বিজেপিতে গেলেও অন্যান্য জেলার মতো পূর্ব মেদিনীপুরে শাসক শিবিরে ভাঙণ ধরাতে পারেনি গেরুয়া শিবির। বর্তমানে দল বদলানোর হিড়িকে শাসক দলের অনেক নেতানেত্রীর নাম বাতাসে ভাসলেও এখনও কেউ গেরুয়া শিবিরে যোগ দেয়নি।

এই বিষয়ে সিরাজ খান বলেন, মেচেদায় আমার নিজস্ব হোটেল রয়েছে।

গত রবিবার বিকেলে আমি হোটেলে এসে জানতে পারি বিজেপি নেতারা হোটেলে বিশ্রাম নিতে এসেছে। আমি আসার পর এই বিষয়ে বিতর্ক হবে বুঝতে পেরে কর্মীদের মাধ্যমে উনাদের চলে যাওয়ার অনুরোধ জানাই। হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উনাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেই সময় কেউ এই ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দিয়েছে। আমি তৃণমূল দলেই রয়েছি। বিজেপি দলে যোগ দেওয়ার জল্পনা সত্যি নয়। বামদেব গুছাইৎ বলেন, আমি তৃণমূলের সৈনিক। ওইদিন আমি সিরাজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হোটেলে গিয়েছিলাম। ওই সময় বিজেপি নেতারা হোটেল থেকে বেরোচ্ছিলেন। কিছু ব্যক্তি আমাকে দল থেকে তাড়ানোর জন্য চক্রান্ত করে এই ধরণের অপপ্রচার করছে।

নতুন প্রধান বিচারপতি পেল দিল্লি হাইকোর্ট, শপথ নিলেন বিচারপতি ধীরুভাই এন প্যাটেল

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি ধীরুভাই নারাণভাই প্যাটেলঊ শুক্রবার দিল্লির রাজ নিবাসে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিচারপতি ধীরুভাই নারাণভাই প্যাটেলকে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজলঊ এর আগে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন ধীরুভাই এন প্যাটেল। সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে ধীরুভাই নারাণভাই প্যাটেলের নাম সুপারিশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামঊ এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া-সহ দিল্লি মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ও দিল্লি সরকারের পদস্থ অফিসাররা। বর্তমানে দিল্লি হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা ৬০, এখনও ২৪ জন বিচারকের অভাব রয়েছে দিল্লি হাইকোর্টে।

কোচবিহার জেলার সভাপতি পদ থেকে সরানো হল রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স) : কোচবিহার জেলার সভাপতি পদ থেকে সরানো হল রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে। কোচবিহারে তৃণমূলের হারের কারণ হিসেবেই তার সভাপতিত্ব পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে শুক্রবার এমনটাই জানা যায় তৃণমূলের তরফ থেকে। যদিও এবিষয়ে এখনই দলের তরফ থেকে লিখিত দেওয়া হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষের জায়গায় সভাপতির দায়িত্ব পাচ্ছেন বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ। কার্যকরী সভাপতি হচ্ছেন পার্থ প্রতিম রায়। তৃণমূলের দলীয় রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, কোচবিহারে খারাপ ফল হওয়ার পিছনে মূলত রবীন্দ্রনাথ ঘোষই দায়ী ছিলেন। ভোটের আগে তিনি নেতাদের নিয়ে সমান ভাবে কাজ করেননি। তার ফলেই দলের অন্দরে অসন্তোষ তৈরী হয়। আর তার জেরেই কোচবিহারে পদ্ম ফুলের সামনে হেরে যায় ঘাস ফুল। তার শাস্তি হিসেবেই কোচবিহারের সভাপতি পদ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় দল।

লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেই, রাজ্যে তৃণমূলের ভরাডুবির কারন খুঁজতে লেগে পড়েছিল দল। নির্বাচনের পর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, যাদের জন্য দলকে অথৈ জলে পড়তে হল, তাদের খঁজে বার করা হবে এবং যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া হবে। তার পরেই পরাজিত জায়গা গুলো নিয়ে শুরু হয়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। ইতিমধ্যেই কোর বৈঠকের পর ছাঁটা হয় দলের বেশ কিছু নেতাদের পাওয়ার। এবার সেই কোপ গিয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ওপর।

বাংলাদেশের টেকনাফে বন্দুকযুদ্ধে ৩ রোহিঙ্গা নিহত ঃ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৭।। টেকনাফের লেদা ক্যাম্পের পেছনে পাহাড়ের নিচে বৃহস্পতিবার রাতে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' তিন রোহিঙ্গা নিহতের কথা জানিয়েছে পুলিশ।নিহত রোহিঙ্গারা অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও শিশু অপহরণকারী চক্রের সক্রিয় সদস্য ছিলেন বলে দাবি করেছে পুলিশ। নিহতরা হলেন,উখিয়ার থাইনখালীর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা নুর মোহাম্মদের ছেলে শামছু আলম (৩৫) ও মোক্তার আহমদের ছেলে নুর আলম (২১) এবং টেকনাফের লেদা ক্যাম্পের বাসিন্দা আজিজুর রহমানের ছেলে হাবিব (২০)। টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার দাশ জানান, কয়েক দিন আগে রোহিঙ্গা শিবির থেকে তিন বছরের এক শিশুকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এক দল দুর্বৃত্ত। তারা মুক্তিপণ হিসেবে ৫ লাখ টাকা দাবি করেন। পরে পুলিশের অভিযানের কারণে ২ জুন অপহরণকারীরা শিশুটিকে ফেরত দেয়। অপহরণের সাথে জড়িত সন্দেহে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে তিন রোহিঙ্গাকে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের দেয়া তথ্যমতে রাত ২টার দিকে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে যায় পুলিশ। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অপহরণকারীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। এতে অপহরণকারী চক্রের তিন সদস্য গুলিবিদ্ধ হন। ওসি বলেন, গুলিবিদ্ধ তিনজনকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান।অপহরণকারীদের গুলিতে পুলিশের তিন কনস্টেবলও আহত হয়েছেন বলে পুলিশ দাবি করেছে।ঘটনাস্থল থেকে ৩টি এলজি, ৮ রাউন্ড কার্তুজ এবং ১১ রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধারের কথা জানিয়েছে পুলিশ।

ছয় দফা অস্বীকারকারীরা স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাস করেন না ঃ সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৭।। যারা ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিকে অস্বীকার করেন তারা দেশের স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাস করেন না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, যারা এ দিনে (৬ দফা দিবস) স্বাধীনতার মাইলফলক অস্বীকার করেন, তারা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ বিশ্বাস করেন না।ছয় দফা দাবিকে বাঙালির মুক্তির সনদ আখ্যায়িত করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী কাদের আরও বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে ৭ জুন অবিস্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবির আন্দোলন ১৯৬৬ সালের ৭ জুন গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে উল্লেখ করে কাদের বলেন, আর এখন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে।স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম তা সফল করতে হলে আজকে আমাদের সবাইকে শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের শপথ নিতে হবে, যোগ করেন তিনি

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ও নিরাপত্তা নিয়ে বিএনপির উদ্বেগ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৭।। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএম এমইউ) প্রশাসনিক ভবনে পেট্রলবোমা সদৃশ বস্তু পাওয়ার ঘটনায় দলের চেয়ারপার্সন ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ও নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিএনপি। নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি ১ এপ্রিল থেকে বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়ার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি জানান। রিজভী বলেন,কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরও কীভাবে বিএসএমএমইউতে পেট্রলবোমা পাওয়া যায়? আমরা আমাদের নেত্রীর (খালেদা জিয়া) জীবন ও নিরাপত্তার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। বিএনপি নেতা বলেন, এ ধরনের ঘটনা সরকারের বড় ধরনের পরিকল্পনার অংশ অথবা নীলনকশা কি না তা জনমনে সন্দেহ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে।গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, বৃহস্পতিবার বিএসএমএমইউর প্রশাসনিক ভবনে রেজিস্ট্রার কক্ষের সামনে পেট্রলবোমা সদৃশ বস্তু পাওয়া যায়। রিজভী বলেন,খালেদা জিয়া বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন আছেন। দেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় প্রশাসনিক ভবনের রেজিস্ট্রারের কক্ষের সামনে থেকে বোমা উদ্ধার সারা জাতিকে বিস্মিত ও হতবাক করেছে।

২২ জুন সোনারাম ময়দানে অম্বুবাচি মেলার উদ্বোধন করবেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কৈলাশ খের

গুয়াহাটি,, ৭ জুন (হি.স.) : আগামী ২২ জুন থেকে শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামে শুরু হবে অম্বুবাচি মেলা। শেষ হবে ২৬ জুন। মন্দির পরিচালন কমিটির কাছে জানা গেছে ২২ জুনের মধ্যরাতে মায়ের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি হবে ২৬ জুন সকালে। কামরূপ মহানগরের জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু জানান, এবারের অম্বুবাচি মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে নীলচল পাহাড়ের পাদদেশ সোনারাম ময়দানে। ২২ তারিখ বলিউডের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কৈলাশ খের উদ্বোধন করবেন মেলানুষ্ঠান। তিনি জানান, অন্যান্য বারের চেয়ে এবার বহিঃরাজ্য থেকে আগত ভক্তকুল এবং পর্যটকদের জন্য শিবিরের সংখ্যা কমানো হবে। এবার মোট চারটি শিবিরের মধ্যে সবচেয়ে বড় শিবির গড়া হবে ফ্যান্সিবাজারে পুরনো কারাগার এলাকায়। অন্যবারের মতো কামাখ্যা রেলস্টেশনে এবার কোনও ভক্ত-শিবিরের ব্যবস্থা থাকবে না বলে জানান জেলাশাসক।

তিনি জানান, মেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত পূর্ত বিভাগ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, বিদ্যুৎ কোম্পানি, গুয়াহাটি পুর নিগম, পুলিশ বিভাগ, পুলিশ ও স্বাস্থ্যের আপৎকালীন বিভাগ, পরিবহণ, এনডিআরএফ-এসডিআরএফ ইত্যাদি বিভাগের প্রস্তুতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় ইতিমধ্যে বৈঠক করেছেন তিনি। মেলাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও নির্ঝঞ্ঝাট করতে সকল বিভাগের কর্তাদের সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছেন জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু।

এদিকে অসম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের উপাধ্যক্ষ নবদ্বীপ কলিতা জানান, অম্বুবাচি মেলার সঙ্গে সংগতি রেখে এ-বছর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হবে। তিনি জানান, গতবারের চেয়ে এবার ভক্ত ও পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে পারে। গতবারের সংখ্যা ৪০ লক্ষ এবার অতিক্রম করবে বলে ধারণা করছেন তাঁরা। নবদ্বীপ জানান, এবার মেলার প্রারম্ভিক বাজেট ২.৫ কোটি টাকা। মেলায় দেশ-বিদেশের ভক্তবৃন্দের সম্ভাব্য আগমনের প্রতি লক্ষ রেখে তাঁদের যাতায়াত ব্যবস্থা, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, অনাময় (শৌচাদি ক্রিয়া) ব্যবস্থা ইত্যাদি সব বিষয়ে এক বিস্তৃত সরকারি পরিকল্পনার কথাও শুনিয়েছেন পর্যটন নিগমের উপাধ্যক্ষ কলিতা।

উল্লেখ্য, গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত কামাখ্যা মন্দির সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার উপরে। দেবীর ৫১ শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যতম শক্তিপীঠ কামাখ্যাধাম। তন্ত্রমন্ত্রের স্পর্শ সংবলিত মন্দির সম্পর্কে অনেক প্রাচীন ও অলৌকিক কথা প্রচলিত রয়েছে। পৌরাণিক মতে, ভগবান বিষ্ণু যখন চক্র দিয়ে সতীর দেহকে টুকরো টুকরো করেছিলেন, তখন এই নীলাচল পাহাড়ে কামাখ্যাধামে দেবীর যোনি কেটে পড়ে।

প্রত্যেক বছর তিন বা চারদিন বিশেষভাবে মন্দিরের দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। এ সময়

ছয়ের পাতায়

নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যটন-পুলিশ নিয়োগের সুপারিশ মন্ত্রী সাধন পান্ডেব

কলকাতা, ৭ জুন (হি স): পর্যটনের উন্নয়নের জন্য কেবল লোকের বেড়ানোর কথা ভাবলে চলবে না। পরিকাঠামো, বিনোদনের ওপরেও জোর দিতে হবে। শুক্রবার কলকাতায় এই মন্তব্য করেন ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডে। তিনি বলেন, পর্যটনের স্বার্থে পর্যটন-পুলিশ হিসাবে রক্ষী নিয়োগ দরকার। গুলো এতে একদিকে পর্যটকদের নিরাপত্তা বাড়বে, অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় করতে তিন দিনের পর্যটন মেলার আয়োজন করছে অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুরিজম সার্ভিস প্রোভাইডার্স অফ বেঙ্গল। আজ থেকে শুরু হল এই মেলা। চলবে রবিবার পর্যন্ত। এই উপলক্ষে শুক্রবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে সাধনবাবু মেলার উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের বলেন, "পরিকল্পনার সময় অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের পাশাপাশি ধর্মীয় পর্যটনের কথা মাথায় রাখতে হবে। আবার ধর্মীয় পরিকল্পনায় কেবল বয়স্ক লোকেদের কথা ভাবলেই হবে না। বড়দের সঙ্গে ও রকম কোনও জায়গায় গিয়ে কম বয়সীরাও যাথে আগ্রহী হয়, সে রকম ব্যবস্থা রাখা দরকার। পর্যটনের যত প্রসার হবে, তত কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে মন্তব্য করেন সাধনবাবু। মেলার আহ্বায়ক তথা যুগ্ম সচিব সন্দীপন বিশ্বাস বলেন, অন্যান্য পর্যটন মেলার সঙ্গে চতুর্থ 'বেঙ্গল ট্যুরিসম ফেস্ট'-এ অন্যান্য পর্যটন মেলার পার্থক্য হল এই মেলা অতি সুলভে স্টলের জায়গা বরাদ্দ হয়েছে। চার বর্গমিটার মাপের স্টল, আলো-টেবিল,বিদ্যুৎ সংযোগ, ক'দিনের খাবার সব মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে মাত্র ১৪ হাজার টাকা। উদ্যোক্তারা কোনও লাভ রাখছেন না।" মেলার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল বলেন, গত কয়েক বছরে পর্যটনের নিরিখে এ রাজ্যে গত কয়েক বছরে অনেক কাজ হয়েছে। জেলাগুলোর পর্যটনের মান আরও উন্নত করতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে চেষ্টা করা হবে। এই রাজ্য ছাড়াও পর্যটন মেলায় মধ্যপ্রদেশ,ত্রিপুরা, চন্ডিগড়, গুজরাত, ঝাড়খন্ড, তেলেঙ্গানা, জম্মু ও কাশ্মীর, বোরোল্যান্ড প্রভৃতির প্রতিনিধিত্ব আছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম ও প্রচুর গুলি

ভাদেরওয়াহ ও জম্মু, ৭ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সন্দেহভাজন জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ পেল নিরাপত্তা বাহিনী। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত তল্লাশি অভিযান চলাকালীন ডোডা জেলার চিল্লি-বাল্লা এলাকায় জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ পান নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। সন্ত্রাসবাদীদের গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু'টি দু'নালা বন্দুক, একে-৪৭ রাইফেলের ৬৪টি গুলি, এসএলআর-এর একটি রাউন্ড, একটি মোটোরোলা রেডিও সেট, বেশ কয়েকটি ব্যাটারি, একে-৪৭ রাইফেল তৈরির সরঞ্জাম।

ভাদেরওয়াহ-তে সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে ডোডা জেলার চিল্লি-বাল্লা এলাকায় যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত প্রতিটি বাড়ি, গোয়ালঘর-সহ সর্বত্রই যৌথ তল্লাশি অভিযান চালানো হয়ঊ তল্লাশি অভিযান চলাকালীন আব্বাস আহমেদ নামে একজন ব্যক্তির গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বন্দুক, প্রচুর পরিমাণে গুলি ও জঙ্গিদের বিভিন্ন সামগ্রী। এই ঘটনায় গান্ডোহ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছেঊ জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে আব্বাস আহমেদ নামে ওই ব্যক্তিকে।

বারামুল্লার সোপোরে থানার প্রবেশদ্বারের বাইরে গ্রেনেড হামলা, বিস্ফোরণে আহত দু'জন পুলিশ কর্মী

শ্রীনগর, ৭ জুন (হি.স.): ফের জঙ্গি হামলা জম্মু ও কাশ্মীরেঊ শুক্রবার দুপুরে উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে পুলিশ স্টেশনের প্রবেশদ্বারের বাইরে গ্রেনেড নিক্ষেপ করল সন্ত্রাসবাদীরাঊ গ্রেনেড বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন দু'জন পুলিশ কর্মীঊ আপাতত গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীঊ আহত দু'জন পুলিশ কর্মীর নাম হল, আব্দুল আজিজ এবং আলি মহম্মদঊ আহত অবস্থায় দু'জনকে সোপোরে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, শুক্রবার দুপুরে সোপোরে থানায় প্রবেশদ্বারের বাইরে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা মাত্রই পালিয়ে যায় সন্ত্রাসবাদীরাঊ গ্রেনেড বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন দু'জন পুলিশ কর্মীঊ তাঁদের শারীরিক অবস্থায় স্থিতিশীলঊ দু'জন পুলিশ কর্মী সোপোরে জেলা হাসপাতালে চিকিতাধীনঊ গ্রেনেড বিস্ফোরণের পরই ওই এলাকার নিরাপত্তা বহু গুণ বাড়ানো হয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত অংশীদারিত্বকে বঙ্গবন্ধুর নির্ধারিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চায় ভারত ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৭।। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার অংশীদারিত্বকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্ধারিত লক্ষ্যে ভারত নিয়ে যেতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সম্প্রতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেনকে লেখা এক চিঠিতে তিনি এ কথা বলেন বলে শুক্রবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এস জয়শঙ্কর ৪ জুন লেখা ওই চিঠিতে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচনালগ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ-ভারত অংশীদারিত্বের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দু'দেশের অংশীদারিত্বকে সে পর্যায়ে নিয়ে যেতে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে নিকটতম প্রতিবেশী দু'দেশের সম্পর্ক গভীর সম্পর্কে রূপ নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ভারতের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে। ভারতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চাও জনগণের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেছে। যা দু'দেশের সুদৃঢ় অংশীদারিত্বের প্রতি উভয় দেশের জনগণের ব্যাপক সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ। এস জয়শঙ্কর শিগগিরই বাংলাদেশ সফরের আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন।

সারদা মামলায় ৪ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ রাজীব কুমারকে রেকর্ড করা হল বয়ান

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স.): সারদা চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারি মামলায় দীর্ঘ ৪ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হল কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে। একাধিকবার সমন এড়িয়ে যাওয়ার পর শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ সারদা চিটফাণ্ড মামলায় সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর দফতরে হাজিরা দেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারঊ এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে অবস্থিত সিবিআই দফতরে হাজিরা দেন রাজীব কুমার। সিবিআই সূত্রের খবর, বেলা এগারোটা থেকে

ছয়ের পাতায়

শুক্রবার উন্নয়ন মঞ্চ'র নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি-নিজস্ব।

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে কী করবেন ?

প্রতিদিনের তাড়াহুড়ো আর ব্যস্ততার মধ্যেও দুর্ঘটনা এড়াতে যে ক'টা জরুরি বিষয় মাথায় রাখতে হয়, তার মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার ভালোভাবে বন্ধ হয়েছে কিনা, তা জানা খুবই জরুরি। তবে যদি কখনো মনের ভুলে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয় তবে তা থেকে নিজেকে কীভাবে বাঁচাবেন।

জেনে রাখা ভালো, বেশকিছু জরুরি বিষয়ে নজর রাখলেই এড়ানো যায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। সিলিন্ডারের পাইপ, গ্যাসের রেগুলেটর ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখলেই বাড়িকে নিরাপদ রাখা যায়। জানেন কি, ঠিক কোন কোন দিকে যত্নবান হলে বাড়িকে সুরক্ষা দেয়া যায়।

আসুন জেনে নেই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে কী করবেন?

সাবান ব্যবহার

অনেকেই পাইপ পরিষ্কার করতে সাবান ব্যবহার করে। এটা অত্যন্ত ভয়ের। পরিষ্কার শুকনো কাপড় ব্যবহার করুন। খুবনোংরা হলে হালকা করে জলে ভিজিয়ে নিন কাপড়। সেই কাপড়েই পরিষ্কার করুন গ্যাসের পাইপ।

পাইপ বদলান

পাইপ পরিস্কার করতে অনেকে গ্যাসের পাইপের গায়ে কোনও কল্পাপড় বা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়িয়ে রাখবেন না। এমন করলে পাইপ থেকে গ্যাস লিক হলে ধরা পড়বে না। একই পাইপ বছরের পর বছর ব্যবহার না করে প্রতি দুই থেকে তিন বছর অন্তত বদলে ফেলুন।

গ্যাসের রেগুলেটর

গ্যাসের রেগুলেটরের নজল ভালো করে পাইপ দিয়ে ঢেকে রাখুন। গ্যাস বন্ধ করে বেরোনোর আগে দেখে নিন গ্যাসের পাইপ যেন কোনোভাবে গরম বার্নারের গায়ে লেগে না থাকে।

পাইপ পরিষ্কার করতে অনেকে গ্যাসের পাইপের গায়ে কোনও কাপড় বা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়িয়ে রাখবেন না। এমনকরলে পাইপ থেকে গ্যাস লিক হলে ধরা পড়বে না। একই পাইপ বছরের পর বছর ব্যবহার না করে প্রতি দুই থেকে তিন বছর অন্তর বদলে ফেলুন।

গ্যাসের রেগুলেটর

গ্যাসের রেগুলেটরের নজল ভালো করে পাইপ দিয়ে ঢেকে রাখুন। গ্যাস বন্ধ করে বেরোনোর আগে দেখে নিন গ্যাসের পাইপ যেন কোনোভাবে গরম বার্নারের গায়ে লেগে না থাকে।

দেশলাই ব্যবহারের

সিলিন্ডার গরম হতে পারে এমন কোনও কাজ করবেন না। অনেকেই গ্যাসের রেগুলেটর বা দেশলাই ব্যবহারের পর অবহেলার সঙ্গে তা রেখে দেন সিলিন্ডারের ওপরেই। এই দুটি জিনিসের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখুন।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

রান্নাঘরে ঢুকেই গ্যাসের গন্ধ পেলে তখনই বেরিয়ে আসুন রান্নাঘর থেকে। ওই অবস্থায় কোনও সুইচ বোর্ড বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চালু করবেন না। গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে বুঝলে দ্রুত তা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

সেফটি ক্যাপ

সেফটি ক্যাপ ব্যবহার করুন। রান্নাঘর থেকে বেরোনোর পরেই সিলিন্ডারের মুখ ঢেকে রাখুন সেফটি ক্যাপে।

যেভাবে আসলো মেহেদীর প্রচলন

ঈদে মেহেদীর রঙে হাত সাজানো খুব জনপ্রিয় একটি রীতি। এছাড়া বিয়ে জন্মদিন সহ নানা অনুষ্ঠানে মেহেদীর রঙে হাত না রাঙালে অনেকের কাছেই উৎসবের পরিপূর্ণতা পায় না।

মেহেদি পাতা বেটে, শুকিয়ে গুড়া করে বাপেস্ট করে শরীরের বিভিন্ন স্থান রাঙানো ইতিহাস বহু পুরনো। আর উৎসবে বিশেষ করে ঈদ হলে তো কথাই নেই। বিয়েতে বর কনের হাতে মেহেদি থাকা চাই ই চাই। মেহেদির দেয়ার কারণে কখনো কোন অ্যালার্জি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার নজির না থাকায় যুগে যুগে এর জনপ্রিয়তা একবিন্দু কমেনি, বরং বেড়েছে।

মেহেদি দেয়ার ইতিহাস অনেক আগের। তবে ঠিক কবে কোথায় মেহেদির আবিস্কার হয়েছিলো তার সঠিক কোন দিনক্ষণের ব্যাপারে কোন তথ্য মেলেনি।

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক তৌহিদুল হক জানিয়েছেন, লিখিত কোন দলিল না থাকলেও ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ এর মেহেদি ব্যবহারের তথ্য মুসলমানদের এই মেহেদি ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। পরে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য এই মেহেদি দেয়ার প্রথাকে আরও প্রসারিত করে। তৌহিদুল হক বলেন, মেহেদি ব্যবহারের ক্ষেতেত্র হযরত মোহাম্মদ স এর একটি উক্তি রয়েছে।

এই বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরকরে এই ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় মেহেদির ব্যবহার শুধুমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠী বা মুসলিম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । পরবর্তীতে মুঘল সাম্রাজ্যের জনগণ এটাকে প্রসারিত করে।

বাংলাদেশ , ভারত ও পাকিস্তানে মেহেদির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এবং আফ্রিকায় যেসব দেশের ভাষা অ্যারাবিক সেসব দেশেও ব্যবহৃত হয় এই মেহেদি।

অধ্যাপক তৌহিদুল হক বলেছিলেন। বিশ্বের নানা দেশের মেহেদি ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু এর কারণ বা উদ্দশ্য স্থানভেদে ভিন্ন।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরুহলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেছে। তবে একেক দেশে একেক ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরু হলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেএছ। তবে একেক দেশে একের ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

ইতিহাসের বইগুলোয় মিসরের ফারাও সাম্রাজ্যে মমির হাতেওপায়ের নখে মেহেদির মতো রঙ দেখা যায়। তবে সেটা মেহেদি দিয়ে রাঙানো কিনাসেটানিশ্চিত হওয়া যায়নি। আবার বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মের বিয়ের উৎসবে মেহেদি সন্ধ্যা নামে আলাদা একটি দিনের আয়োজন করা হয় যেখানে বর করনে থেকে শুরু করে পুরো পরিবার আনন্দে মেতে ওঠে শুধুমাত্র মেহেদির রঙে নিজেকে রাঙিয়ে তুলতে।

আবার অনেক চামড়াার বিভিন্ন রেগের জন্য হার্বাল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করছে এই মেহেদি।

সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলে যা করবেন

সন্তান লাভের চেষ্টা করছেন কিন্তু সে চেষ্টা বরবার ব্যর্থ হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে এমন দুঃখজনক সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। কোনো দম্পতি সন্তান নিতে যাচ্ছে কিন্তুতাদের যে ইচ্ছা সফল হচ্ছে না। এ জন্য দুটো সমস্যা থাকতেপারে। যিনিপিতা হতে চাচ্ছেন তার শুক্রকীটের সমস্যা থাকতে পারে।

অন্যদিকে যিনি মা হতে চাচ্ছেন তার ডিম্বাণু সংক্রান্ত সমস্যা থাকতে পারে। এ ধরনের দম্পতিকে সাব ফার্টাইল বা ইন ফার্টাইল বলে অভিহিত করা হয়।

আসুন জেনে নেই সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলেযা করবেন

গুড টাইমিং' খুবই জরুরি

সবার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য না হলেও স্বাভাবিক নিয়ন অনুযায়ী মেয়েদের মাসিকের গড় চক্রকালে ২৮ দিন অনেকের অবশ্য মাসিক অনিয়মিতও হয়ে থাকে। তাই 'ওভুলেশন' বা ডিম্বোস্ফোটনের সাতদিন পর্যন্ত স্বামী বা পার্টনারের সঙ্গে সহবাস করলে একজন নারীর গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি।

মানসিক চাপকে দূরে রাখুন

সন্তান না হওয়ার করাণে অনেক নারী মানসিক চাপে ভোগেন। আবার আমাদের সমাজে পরিবার এথকেও চাপ আসে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের চাপকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মতো করে থাকাটা ভালো। কারণ জোর করে সন্তান ধারণ করা বা সন্তানের মা হওয়া যায় না। এছাড়া মানসিক চাপ থাকলে তা শেষ পর্যন্ত সন্তানের জন্যও মঙ্গলজনক হয় না।

খাওয়া-দাওয়া

গর্ভধারণ করতে চাইলে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও কিছুটা সচেতন হতে হবে। যেমন আপনার খাবারের তালিকায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার থাকা জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের বাদাম ও দুধ বা জাতীয় খাবারও গর্ভধারণে সহায়তা করে।

ফলিক অ্যাসিড বা আয়রণ ট্যাবলেট

গর্ভধারণ সহজ করার জন্য, অর্থাৎ জননক্ষমতা বাড়তেও জরায়ু সুস্থ রাখতে কিছু নিয়ম মানাযেতে পারে। এক্ষেত্রে ফলিক অ্যাসিড ও আয়রণ ট্যাবলেট সেবন করতে পারেন। তবে তা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে।

হতাশা

কিছুদিনন চেষ্টার পর সফল না হলে মন খারাপ বা নিজেকে দায়ী করার কিন্তু কোনো কারণ নেই। অনেকের ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে। আসলে গর্ভধারণ নির্ভর করে নারী, তাঁর জননক্ষমতা, ওভুলেশন বা ডিম্বোস্ফোটনের তারিখ, নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার ওপর।

'গুড টাইমিং' কখন?যদিও ডিম্বোস্ফোটনের একেবারে সঠিক সময় বোঝা কঠিন, তারপরেও বেশিরভাগ মেয়েরই ঋতুস্রাব শুরুর ১০ থেকে ১৫ দিন আগে ডিম্বোস্ফোটন হয়। অর্থাৎ এটাই সবথেকেউর্বর সমৈয়। কাজেই হিসেব করে সেভাবে যৌনমিলন হলে নারী গর্ভবতী হতে পারে। তবে শরীরে অন্য কোনো সমস্যা থাকলে অন্য কথা।

কোমর ব্যথার কারণ

পি এলআইডি বা লাম্বার ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক প্রল্যাপস। পিএলআইডি তিন মাত্রার হতে পারে স্বল্প, মাঝারি ও তীব্র মাত্রা।

লক্ষ্মণ ঃ প্রধান লক্ষণ কোমর ব্যথা। ব্যথা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চলে যেতে পারে। পায়ে ঝিঁঝি ধরতে পারে বা শিরশিরে অনুভূতি হতে পারে। অনেক রোগী বলে থাকেন পা চাবাচ্ছে। সামনে ঝুঁকলে ব্যথা বাড়ে , রোগী বেশিক্ষণ হাঁটতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। অনেকে শোয়া থেকে উঠে বসতেই পারেন না। তীব্র পিএলআইডির ক্ষেত্রে ব্যথা ছাড়াও স্নায়ুজনিত বিভিন্ন লক্ষ্মণ থাকতে পারে।

রোগ নির্ণয় ঃ মেরুদণ্ডের কোমরের অংশ পাঁচটি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। এর নিে থাকে স্যাক্রাম। এই হাড়ের মাঝে তালের শাঁসের মতো স্থিতিস্থাপক চাকতি থাকে। এগুলো শক এবজর্বারের ভূমিকা পালন করে। সামনে ঝোঁকা, ডানে বামে, বাঁকা হওয়া, হাঁটা, শোয়া, বসাসহ প্রায় সব মুভমেন্টেই এই চাকতি ভূমিকা পালন করে।

পিএলাাইডিতে এই চাকতিটি তার অবস্থান থেকে সরে যায় এবং সরে যাওয়া চাকতিটি গোড়ায় চাপ প্রয়োগ করে, ফলে কোমরে ব্যথা শুরু হয়। বায়ুগুলো যেহেতু কোমর থেকে বের হয়ে পায়ের দিকে চলে গেছে তাই পায়ের দিকেও ব্যথা অনুভূত হতে পারে। তবে এটি নির্ভর করে কোন স্নায়ুর গোড়াটি চাপে পড়ল এবং চাপের ধরণ ও মাত্রা কেমন। ডিস্কটি অক্ষত থেকে স্নায়ুকে চাপ দিতে পারে আবার এর পর্দা ছিঁড়ে এর ভেতরের নিউক্লিয়াস ও জেলি বেরিয়ে এসে তা স্নায়ুরগোড়ায় চাপ দিতে পারে। এটি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে এম আর আই করতে হবে। শারীরিক লক্ষ্মণ ও এমআরআইয়ের রিপোর্ট চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

চিকিৎসা ঃ পিএলআইডি মানেই অপারেশন নয়। স্বল্প ও মাঝারি মাত্রার পিএলআইডি ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পূর্ণ বিশ্রাম রেখে দিনে তিন চারবার ফিজিওথেরাপি প্রয়োগকরলে তিন চার সপ্তাহের মধ্যেই পিএলআইডিজনিত কোমর ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়াযায়।

আমের রোগবালাই পোকামাকড় দমন

আম গাছে প্রচুর মুকুল আসলেও ফল না ধরার কারণ ও তার সমাধান

আম গাছে প্রচুর মুকুলদেখাদিলেও আম ধরে না বা খুব কম ধরে, যা একটি গুরুতর সমস্যা। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ শোষক বা হপার পোকার উপদ্রবের জন্য এটি হতে পারে। ফুল আসার পর পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকা ও তার নিম্ফগুলো ফুলের রস টেনে নেয়। ফলে সময় ফুলগুলো একসময় শুকিয়ে ঝরে যায়। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়, যা মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে য়ার ওপর এক প্রচার ছত্রাক জন্মায়। প্রতিকার হিসেবে আম বাগান সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বিশেষ করে গাছের ডালপালা যদি ঘুব ঘন থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে, যাতে গাছের মধ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। আমের মুকুল যখন ৮/১০ সেমি লম্বা হয় তখন একবার এবং আম মটর দানার মতো হলে আর একবার প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন অতবা কার্বারিল ২ গ্রাম / লিটার মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড রোগের আক্রমণ অনেক সময় ঘটে, তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার্য কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মেঘলা আকাশ ও কুয়াশা থাকার কারণে মুকুলে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দেয়। ফলে অতি দ্রুত মুকুলের গায়ে সাদা সাদা পাউডারের মতো দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে প্রায় সব মুকুল কালো হয় ঝরে যায়। সালফারঘটিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়েস্প্রে করতে তা দমন করা যায়। তাছাড়া এনথ্রাকনোজও এ সময় দেখা দেয়। ফলে সমস্যা মুকুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ম্যানকোজের প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতেহবে। তৃতীয়তঃ গবেষণায় দেখা গেছে, আবহাওয়া, পোকামাকড় ও রোগ কোন কারণে এটি গটে না। আমের পুষ্পমঞ্জুরিতে এক লিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল কে সঙ্গে থাকে। ভাল ফলনের জন্য বেশি বেশি উভলিঙ্গ ফুলের দরকার। কিনা যে সব গাছে ১০ শতাংশের কম উভলিঙ্গ ফুল থাকে তারা স্বভাবতই স্বল্প ফলনশীল জাত। কাজেই ভাল ফলন, পেতে হলে এসব জাতের আম চাষ না করাই ভাল। চতুর্থতঃ গাছে ফুল ফোটার সময় কুয়াশা, মেঘলা আবহাওয়া বা বৃষ্টি থাকলে ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয় । যার ফলেপ্রচুর ফুল ফুটলেও সময় মতো পরাগ সংযোগ না হওয়ায় সেগুলো ঝরে যায় বা ফলন হয় না। তাছাড়াঅনেক সময় গাছে অস্বাভাবিক পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়। এমন মুকুলেস্ত্রী ফুলেরসংখ্যা খুব কম। ফলে কদাচিৎ ফল উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি টিকে থাকে না। মুকুল ক্রমেই শুকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গাছে থেকে যায়। এমন অবস্থায় আক্রান্ত মুকুল গাছ থেকে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার জমিতে ফসফেট, দস্তা ইত্যাদি খাদ্যের অভাব, ফল ধরার পর জমিতে রসের অভাব ইত্যাদি কারণেও অসময়ে ফুল ও ফল ঝরে যায়। এ কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ করেও যদি ফল ঝরতে দেখা যায়, তাহলে 'প্লানোফিক্স' ২মিলি ৪.৫ লিটার জলে মিশিয়ে আম ফলের গুটি মটর দানার মতো হলে একবর আর মার্বেল আকৃতির হলে আর একবার স্প্রে করল ফল ঝরা বন্ধ হবে।

সিভি লেখার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

চাকরির ক্ষেত্রে সিভি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। চাকরি হবে কিনা তাও বেশিরভাগ সময় নির্ভর করে আপনার সিভিটা কতটা ব্যতিক্রম। সিভি ফার্স্ট ইমপ্রেশন তৈরি করতে যে সাহায্য করবে সেটা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

আসুন জেনে নেই সিভি লেখার আগে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

বেকারত্ব

আপনার চাকরি জীবনের ধারাবাহিকতায় দেখা গেল ছয় মাস আপনি বেকার ছিলেন, এই ধরনের গ্যাপ প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগ পছন্দ করে না। তাই সিভিতে এই বিষয়গুলো এড়িয়ে চলুন।

নেটওয়ার্ক

আপনি যে বিষয়ে পড়াশুনা করলেন কিংবা আপনার, অভিজ্ঞতা কতটুকু ভালো সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং আপনার চাকরিদাতা দেখবে আপনার নেটওয়ার্কয়ের ক্ষমতা কতটুকু।

ইমেইল আইডি

আপনার ইমেইল ঠিকানার মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিত্ব অনেকটাই বোঝা যায়। তাই খেয়াল রাখতে হবে উদ্ভট কিংবা অশালীন অর্থ বহন করে এইরকম কোনও ইমেইল আইডি সিভিতে দেবেন না।

এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য

আপনার বয়স যদি ৫০ কিংবা ৬০ হয়, কিংবা কোনও সিনিয়র পোস্টে চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে আপনার এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য সিভিতে দিতে যাবেন না।অভিজ্ঞতা আপনার সিভিতে সবচেয়ে বেশি জায়গা ব্যবহার করবেন আপনার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে। কারণ আপনার চাকরিদাতা এই অংশটিই সবচেয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। চাকরির সঙ্গে মিলিয়ে সিভি বানান

যে চাকরির জন্য আবেদন করছেন সে চাকরির সঙ্গে মিলিয়ে সিভি বানান। একই সিভি সব জায়গায় জমা দেবেন না।

দুই পাতা

চাকরি জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন? তাহলে সিভি বানাবেন এ ফোর সাইজের এক পাতায় আর সিনিয়র হলে দুই পাতায়। এর বেশী কখনোই নয়।

নভোচারীকে প্রশিক্ষণ দেবে অ্যাপ

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার সঙ্গে মিলে স্পেস নেশন নেভিগেটর সাধারণ মানুষের মহাকাশ ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ করতে এনেছে নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ ।অ্যাপটি তৈরি করেছে স্পেস নেশন। অ্যাপটিকে 'বিশ্বের প্রথম নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ' হিসেবে দাবি করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। অ্যাপটিতে মিনি গেম, কুইজ, ফিটনেস চ্যালেঞ্জ এবং ন্যারোটিভ অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে গ্রাহককে নভোচারীদের মৌলিক কৌশলগুলো শেখানো হবে বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিরর। 'স্পেস নেশন অ্যাস্ট্রোনট প্রোগ্রাম' এর প্রথম ধাপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে স্পেস নেশন নেভিগেটর অধ্যাপক। বৈশ্বিক এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজন বিজ্ঞানী মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। ১২ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে বিনামূল্যের অ্যাপটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৬১ সালে মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম মানব হলেন ইউরি গ্যাগারিন। ওই অর্জনের বর্ষপূর্তির দিনেই নতুন নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপটি উন্মোচন করা হয়।স্পেস নেশন প্রধান কেল ভাহা জাকোলা বলেন, 'স্পেস নেশন নেভিগেটরের উন্মোচন অ্যাপ ব্যবহারকারীদের মহাকাশ গণতন্ত্রের কেন্দ্রে নিয়ে আসছে।' শুনতে যতটা উন্মাদনা মনে হয় তেমনি অ্যাপটি ডাউনলোড করা আপনার মহাকাশ যাত্রার প্রথম ধাপ হতে পারে।'গুগল প্লে স্টোর থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে স্পেস নেশন নেভিগেটর অ্যাপ। শিগগিরই অ্যাপ স্টোরেও আনা হবে এটি।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

ঘরেই তৈরি করুন সুস্বাদু দোসা

দক্ষিণ ভারতের একটি অন্যতম জনপ্রিয় খাবার হলোদোসা। আর এই দোসার সাথে খাওয়া হয় নানান রকমের চাটনি ও ভুনা। তবে দোসা বাংলাদেশেও বেশ জনপ্রিয়। দোসা খেতে পছন্দ করেন অনেকে। তবে দোসা কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমরা রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি। তবে আপনি চাইলে ঘরেই তৈরি করতে পারেন সুস্বাদু দোসা।আসুন জেনে নেই কীভাবে তৈরি করবেন সুস্বাদু দোসা।উপকরণ

৩ কাপ আধা সেদ্ধ করা পোলাওয়ের চাল, ১ কাপ কলাইয়ের ডা, ১ চা চামচ খাবার সোডা, ১ চা চামচ লবণ, ১/২ চা চামচ চিনি।

প্রণালি

চাল ও ডাল ৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। চাল ও ডাল মিহি করে বেটে ফেলুন অথবা ব্লেন্ডারে মিহি করে ব্লেন্ড করে নিন। মিশ্রণে লবণ, চিনি ও জল মিশিয়ে পাতলা করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আরো ৬/৭ ঘন্টা রাখুন।

একটি নন স্টিক পাত্রে তেল ব্রাশ করে হাল্কা আঁচে গরম করুন। তেল গরম হয়ে গেলে পাত্রে একটি টেবিল চামচ দোসা তৈরির মিশ্রণ ঢালুন এবং পাত্রের চারদিকে চামচ দিয়ে পাতলা ও গোল করে ছড়িয়ে দিন। দোসার নিচের অংশ হালকা বাদামী হয়ে ধারাগুলো উঠে এলে বুঝতে হবে দোসাহয়ে গেছে। দোসা তোলার সময় সাধানে তুলতে হবে। চাইলে গোল করে মুড়িয়ে দিতে পারেন অথবা সোজাও রাখতে পারেন।

প্রতিবার পাত্রে দোসার মিশ্রণ দেয়ার আগে পাত্রটি কাপড় দিয়ে মুছে তেল ব্রাশ করে নিতে হবে। নয়তো দোসা আটকে যাবে এবং ওঠানোর সময় ছিঁড়ে যাবে। ডাল ভুনা, সবজি, তেঁতুল বা জলপাইয়ের চাটনি, নারকেল মিষ্টি চাটনি, আমের আচার বা দই দিয়ে গরম গরম দোসা পরিবেশন করুন।

বিশ্ব খাদ্য সুরক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার আগরতলায় র‍্যালি। ছবি-নিজস্ব।

যমুনা নদীতে এবার চলবে ‘ওয়াটার ট্যাক্সি’

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : যমুনা নদীর বুকে এবার চলবে ‘ওয়াটার ট্যাক্সি’। এই পরিকল্পনাই গ্রহণ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। জাতীয় ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পে উন্নতির জন্যই এই পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। যমুনার বক্ষে ‘ওয়াটার ট্যাক্সি চালানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরেই পরীক্ষা-নিরিক্ষা চালাচ্ছিল সরকার। জানা গিয়েছে, কিছু মাসের মধ্যেই পরীক্ষামূলক ভাবে ভেসেল চালান শুরু হবে। এই প্রথম শহরের মানুষদের জন্য এই ধরণের পরিষেবা আনতে চলেছে সরকার। ভারতের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথ কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনা নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ২৮ কোটি টাকার অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নে। সেই সঙ্গেই এই টাকায় বানানো হবে টার্মিনাল, পঙ্কদ্বার এবং জাহাজের ব্যয়ভারও কিছুটা বহন করা হবে এই অর্থ থেকেই। প্রথম দফায় ওয়াজিরাবাদ ব্যারেজ অঞ্চলেই দেওয়া হবে এই পরিষেবা। তাদের মধ্যে রয়েছে সোনিয়া বিহার, জগৎপুরা, ট্রোনিকা সিটির মত এলাকাগুলি। সোনিয়া বিহার থেকে ট্রোনিকা সিটি পর্যন্ত যাত্রাপথে চলবে ‘ওয়াটার ট্যাক্সি’। ১৬ কিলোমিটার জলপথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে মাত্র ৪৫ মিনিটে। এই সেবা দিল্লির ওয়াজিরাবাদ ব্যারেজ থেকে উত্তরপ্রদেশে ফতেহপুর জেট পর্যন্ত চলবে। ভারতের নৌ-পরিবহন মন্ত্রক এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রবীর পাণ্ডে বলেছেন, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্রুনালের মুখ্য কমিটি এই পরিকল্পনায় সবুজ সংকেত দিয়েছে।

নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যটন-পুলিশ নিয়োগের সুপারিশ মন্ত্রী সাধন পান্ডের

কলকাতা, ৭ জুন (হিস): পর্যটনের উন্নয়নের জন্য কেবল লোকের বেড়ানোর কথা ভাবলে চলবে না। পরিকাঠামো, বিনোদনের ওপরেও জোর দিতে হবে। শুক্রবার কলকাতায় এই মন্তব্য করেন ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডে। তিনি বলেন, পর্যটনের স্বার্থে পর্যটন-পুলিশ হিসাবে রক্ষী নিয়োগ দরকার। গুলো এতে একদিকে পর্যটকদের নিরাপত্তা বাড়বে, অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবেঊ
পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় করতে তিন দিনের পর্যটন মেলার আয়োজন করছে অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুরিজম সার্ভিস প্রোভাইডর্স অফ বেঙ্গল। আজ থেকে শুরু হল এই মেলা। চলবে রবিবার পর্যন্ত। এই উপলক্ষে শুক্রবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে সাধনবাবু মেলার উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের বলেন, “পরিকল্পনার সময় অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের পাশাপাশি ধর্মীয় পর্যটনের কথা মাথায় রাখতে হবে। আবার ধর্মীয় পরিকল্পনায় কেবল বয়স্ক লোকেদের কথা ভাবলেই হবে না। বড়দের সঙ্গে ও রকম কোনও জায়গায় গিয়ে কম বয়সীরাও যাথে আগ্রহী হয়, সে রকম ব্যবস্থা রাখা দরকার। পর্যটনের যত প্রসার হবে, তত কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে মন্তব্য করেন সাধনবাবু।
মেলার আহ্বায়ক তথা যুগ্ম সচিব সন্দীপন বিশ্বাস বলেন, অন্যান্য পর্যটন মেলার সঙ্গে চতুর্থ ‘বেঙ্গল ট্যুরিসম ফেস্ট’-এ অন্যান্য পর্যটন মেলার পার্থক্য হল এই মেলা অতি সুলভে স্টলের জায়গা বরাদ্দ হয়েছে। চার বর্গমিটার মাপের স্টল, আলো-টেবিল,বিদ্যুৎ সংযোগ, ক’দিনের খাবার সব মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে মাত্র ১৪ হাজার টাকা। উদ্যোক্তারা কোনও লাভ রাখছেন না।’’ মেলার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল বলেন, গত কয়েক বছরে পর্যটনের নিরিখে এ রাজ্যে গত কয়েক বছরে অনেক কাজ হয়েছে। জেলাগুলোর পর্যটনের মান আরও উন্নত করতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে চেষ্টা করা হবে। এই রাজ্য ছাড়াও পর্যটন মেলায় মধ্যপ্রদেশ,ত্রিপুরা, চন্ডিগড়, গুজরাত, ঝাড়খন্ড, তেলেঙ্গানা,জম্মু ও কাশ্মীর, বোরোল্যান্ড প্রভৃতির প্রতিনিধিত্ব আছে।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতি পথ দুর্ঘটনা, আহত ৭

হুগলি, ৭ জুন (হি. স.) : দ্বিতীয় হুগলি সেতুতি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। শুক্রবার ভোররাতে একটি কন্টেনারের সঙ্গে একটি দুধের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুটি গাড়ির ড্রাইভার-খালাসি সহ মোট ৭ জন আহত হয়।
জানা গিয়েছে, কলকাতার দিক থেকে ওই কন্টেনারটি গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছিল এবং দুধের গাড়িটি সেসময়ই সেতুর ওপরে মুখোমুখি চলে আসে। জোরালো ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যায় কন্টেনারটি। দুটি গাড়ির ড্রাইভার-খালাসি সহ মোট ৭ জন আহত হয়। তাদের কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার ফলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় যার ফলে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যান চলাচল ব্যাহত হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টোদিকের লেনে এসে উলটে যায়। আহতদের হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার জেরে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। রশিদ আলি সরদার নামের ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, লরিটা খুব স্পিডে আসছিল। জানা গিয়েছে, প্রথমে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি স্কুল ভ্যানকে ধাক্কা মারে। স্কুল ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আর একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় মোট চারজন জখম হয়। গাড়িগুলো প্রচন্ড স্পীডে ছিল বলেই এই ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সুমন বসু নামের আরেক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, আমরা বাইকে ছিলাম। আমাদের বাইক ওভারটেক করে গাড়িগুলো গতি বাড়িয়ে ছুটে আসছিল। পরপর তিনটি গাড়িতে ধাক্কা লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

লালমনিরহাট সীমান্তে বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ পতাকা বৈঠকের আহ্বান

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৭।। হাতিবান্ধা উপজেলার ঠাংঝাড়া সীমান্ত থেকে আতাবুল (২৮) নামে এক বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে সীমান্তের ৯০৭ নম্বর মেইন পিলারের ১০ নম্বর সাব পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে।আতাবুল ঠাংঝাড়া গ্রামের খোকা শেখের ছেলে। বিজিবি জানায়, সীমান্ত দিয়ে গরু পারাপারের সময় বিএসএফের একটি টহল দল ধাওয়া দেয়। এ সময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও আতাবুল বিএসএফের হাতে আটক হন। রংপুর ৫১ বিজিবির পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আতাবুলকে ফেরাতে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিজেপির মানহানি মামলায় কেজরিওয়ালকে সমন দিল্লির আদালতের

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি. স.) : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ (আম আদমি পার্টি) সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতা রাজীব বব্বরের করা মানহানি মামলায় শুক্রবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্ট সমন পাঠাল মুখ্যমন্ত্রীকে। এই মামলায় আগামী ১৬ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হাজিরার নির্দেশ দেয় আদালত। একই মামলায় আম আদমি পার্টির আরও ৩ নেতাকে এদিন জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত।
প্রসঙ্গত, বিজেপি নেতা রাজীব বব্বর আপ সুপ্রিমো সহ আরও তিন আপ নেতা মনোজ কুমার, সুশীল গুপ্তা এবং অতিশী মারলেনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। তাঁর অভিযোগ, এঁরা বিজেপির বিরুদ্ধে দিল্লির ভোটার তালিকা থেকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার মিথ্যে অভিযোগ এনে বদনাম করেছেন। তিনি আরও দাবি করেছেন, কেজরিওয়াল সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে বিজেপি-র বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কেছেন। এদিন এই মামলার শুনানির সময় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আগামী ১৬ জুলাই আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেয় দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত। বাকি তিন নেতা মনোজ কুমার, সুশীল গুপ্তা এবং অতিশী মারলেনা - প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ১০,০০০ টাকা বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত।

দুবাইয়ে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১৭ জনের : নিহত ১২ জনই ভারতীয় নাগরিক

দুবাই ও নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): পবিত্র ঈদের ছুটি উপলক্ষ্যে ওমান থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনাঊ দুবাইয়ে শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ রোডের উপর রশিদিয়া এক্সিজেটর কাছে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন মোট ১৭ জনঊ এছাড়াও কমপক্ষে ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫.৪০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছেঊ ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় নিহত ১৭ জনের মধ্যে ১২ জনই ভারতীয় নাগরিকঊ শুক্রবার

ছয়ের পাতায়

তৃণমূলের ঘরছাড়া কর্মীরা ঘরে ফিরতেই এলাকায় জনপ্রতিরোধ, রণক্ষেত্রের চেহারা, বোমাবাজি

বারাসত, ৭ জুন (হি.স.) : ঘরছাড়া কর্মীরা ঘরে ফিরতেই রণক্ষেত্রের চেহারা বারসতে। রাতভর পুলিশ-জনতা খন্ডযুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পুলিশকে লক্ষ্য করে চলে লাগাতার ইটবৃষ্টি। এমনকি বেশ কয়েকটি বোমাও ফাটানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়েই বৃহস্পাতিবার গভীর রাতে বারাসতের দ্বীজহরিদাস কলোনিতে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ফাটানো হয় টিয়ার গ্যাসের সেলও। ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পালটা পুলিশেরও বেশ কয়েকজন আহত বলে সূত্রের খবর। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা গোটা এলাকায়। যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং র‍্যাফ। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনার জেরে এখনও পর্যন্ত ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে গোটা এলাকা পুরুষশূন্য।
ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার রাতে। লোকসভা নির্বাচনের পর ওই এলাকায় ঘরছাড়া বেশকিছু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থক। অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের ভয়ে তারা এলাকায় ঢুকতে পারছেন না। জেলা বিজেপির পাল্টা অভিযোগ, তৃণমূলের বেশ কিছু স্থানীয় নেতা ও কর্মী লোকসভা নির্বাচনের আগে এলাকায় লুট ও সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছিল। দ্বীজহরি দাস কলোনিতে লোকসভা নির্বাচনে মানুষ সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচতে বিজেপিকে ভোট দেয়। এবংওই ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস অনেক ভোটে হেরে যায়। এর পর আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা এলাকা থেকে গা ঢাকা দেয়।
সপ্তাহ দুএক আগে বিশাল পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরাতে উদ্যত হন। কিন্তু গণপ্রতিরোধের মুখে পরে ফিরে আসে। ব্যর্থ হয় প্রচেষ্টা। এরপর থেকেই এলাকায় আরও উত্তেজনা দেখা দেয়। সামাজিক নিরাপত্তা পেতে এলাকার বাসিন্দাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি। বৃহস্পতিবার রাতে বারাসত থানার পুলিশ ওই এলাকার ঘর ছাড়া তৃণমূল কর্মীদের তাদের নিজেদের ঘরে ফিরিয়ে দিতে এলাকায় গেলে স্থানীয় বাসিন্দারাই পুলিশের উপর হামলা চালায় বলে বিজেপির দাবি। কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতে কীভাবে এত বোমা এল? তা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। এর পিছনে কি বড় কোনও রাজনৈতিক যোগ আছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নাম বদলে তিলোত্তমায় পালন হতে চলেছে ‘বিপ ফেস্টিভ্যাল’

কলকাতা,৭ জুন (হি.স.) :‘বিফ’ নয় নাম রাখতে হবে ‘বিপ’ঊ কারণ খাস কলকাতায় গোমাংস খাওয়া চলবে না।‘কলকাতা বিফ ফেস্টিভ্যাল’-এর আয়োজনের বিরোধিতায় সরব গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীরা, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ।।তাই,রাতারাতি ‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’ নাম বদলে হয়ে গেলো ‘বিপ ফেস্টিভ্যাল’ঊ আগামী ২৩ জুন মধ্য কলকাতার সদর স্ট্রিটে ‘কলকাতা বিপ ফেস্টিভ্যাল’ —এর আয়োজন করা হয়েছে ।
বিফ হোক বা বিপ ভোজন রসিকদের তাতে অবশ্য বিশেষ কিছু সমস্যা হবেনাঊ কারণ এই ‘বিপ ফেস্টিভ্যাল’-এ থাকছে গোমাংসের রকমারি পদ । এছাড়াও থাকছে শূকরের মাংসের একাধিক পদ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ওই উৎসবের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। ভোজনরসিকরা যদিও ‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’-এর খবর শুনে বেজায় খুশি। তাঁরা ওই অনুষ্ঠানে যাবেন বলেও ইতিমধ্যে পরিকল্পনা সেরে ফেলেছেন।
তবে , আবার অন্যদিকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেটিজেনরা এই অনুষ্ঠানকে মোটেও ভাল চোখে দেখছেন না। একাধিক হিন্দুত্ববাদী ফেসবুক গ্রুপে এই অনুষ্ঠানের সমালোচনা শুরু হয়েছেঊ শহরে এভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে ‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’-এর আয়োজনের একেবারেই পক্ষপাতী নন তাঁরা। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে উদ্যোক্তাদের খুন করা হবে বলেও হুমকি দেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেটিজেনদের একাংশ।
এই প্রসঙ্গে ‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’-এর উদ্যোক্তারা বলেন, ‘রাজ্যজুড়ে সমানেই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি চলছে। তাতেই গা ভাসিয়েছেন রাজনীতিকদের একাংশ। যাতে কোনও অশান্তি না হয় তাই গোমাংসের পাশাপাশি শূকরের মাংসেরও নানা পদ রেখেছি আমরা। তবে খাদ্যরসিকদের কথা ভেবে আয়োজিত ‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’-এ যে তার ছায়া পড়বে, সেটা ভাবতে পারিনি। ক্রমাগত প্রাণহানির হুমকি আসছেঊতাই বাধ্য হয়েই অনুষ্ঠানের নামবদল করে দিয়েছিঊ ‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’ হয়ে গেছে ‘বিপ ফেস্টিভ্যাল’।

‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’ নাম বদলে তিলোত্তমায় পালন হতে চলেছে ‘বিপ ফেস্টিভ্যাল’

কলকাতা,৭ জুন (হি.স.) :‘বিফ’ নয় নাম রাখতে হবে ‘বিপ’ঊ কারণ খাস কলকাতায় গোমাংস খাওয়া চলবে না।‘কলকাতা বিফ ফেস্টিভ্যাল’-এর আয়োজনের বিরোধিতায় সরব গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীরা, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ।।তাই,রাতারাতি ‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’ নাম বদলে হয়ে গেলো ‘বিপ ফেস্টিভ্যাল’ঊ আগামী ২৩ জুন মধ্য কলকাতার সদর স্ট্রিটে ‘কলকাতা বিপ ফেস্টিভ্যাল’ —এর আয়োজন করা হয়েছে । বিফ হোক বা বিপ ভোজন রসিকদের তাতে অবশ্য বিশেষ কিছু সমস্যা হবেনাঊ কারণ এই ‘বিপ ফেস্টিভ্যাল’-এ থাকছে গোমাংসের রকমারি পদ । এছাড়াও থাকছে শূকরের মাংসের একাধিক পদ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ওই উৎসবের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। ভোজনরসিকরা যদিও ‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’-এর খবর শুনে বেজায় খুশি। তাঁরা ওই অনুষ্ঠানে যাবেন বলেও ইতিমধ্যে পরিকল্পনা সেরে ফেলেছেন। তবে , আবার অন্যদিকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেটিজেনরা এই অনুষ্ঠানকে মোটেও ভাল চোখে দেখছেন না। একাধিক হিন্দুত্ববাদী ফেসবুক গ্রুপে এই অনুষ্ঠানের সমালোচনা শুরু হয়েছেঊ শহরে এভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে ‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’-এর আয়োজনের একেবারেই পক্ষপাতী নন তাঁরা। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে উদ্যোক্তাদের খুন করা হবে বলেও হুমকি দেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেটিজেনদের একাংশ।
এই প্রসঙ্গে ‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’-এর উদ্যোক্তারা বলেন, ‘রাজ্যজুড়ে সমানেই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি চলছে। তাতেই গা ভাসিয়েছেন রাজনীতিকদের একাংশ। যাতে কোনও অশান্তি না হয় তাই গোমাংসের পাশাপাশি শূকরের মাংসেরও নানা পদ রেখেছি আমরা। তবে খাদ্যরসিকদের কথা ভেবে আয়োজিত ‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’-এ যে তার ছায়া পড়বে, সেটা ভাবতে পারিনি। ক্রমাগত প্রাণহানির হুমকি আসছেঊতাই বাধ্য হয়েই অনুষ্ঠানের নামবদল করে দিয়েছিঊ ‘বিফ ফেস্টিভ্যাল’ হয়ে গেছে ‘বিপ ফেস্টিভ্যাল’।

দফায় দফায় বোমাবাজিতে উত্তপ্ত খয়ড়াশোল, জখম ৩

বীরভূম, ৭ জুন (হি. স.) : বোমা গুলিতে উত্তপ্ত বীরভূমের খয়রাশোল। শুক্রবার ভোর থেকে দফায় দফায় বোমাবাজিতে উত্তপ্ত এলাকা। বোমা গুলিতে ইতিমধ্যেই জখম হয়েছেন তিনজন। এর পিছনে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দায়ী করেছেন বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।
বরাবরই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ খয়রাশোল। এবারও খয়রাশোলের মূল লড়াই কয়লাখনির দখলদারি নিয়ে। গত সাত বছরে খুন হয়েছেন তৃণমূলের তিনজন ব্লক সভাপতি। ২০১৩ সালে খুন হন অশোক ঘোষ। ২০১৪ সালে খুন হন অশোক মুখোপাধ্যায়, এবং ২০১৮ সালে খুন হন তৃণমূলের খয়রাশোল ব্লকের সভাপতি দীপক ঘোষ। তারপরেই জেলা সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৪ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়।
সেই কমিটিরই সদস্য স্বপন সেন শুক্রবার অভিযোগ করেন, তাঁর অনুগামী শেখ কুদরতের বাড়িতে গতকাল রাতে হামলা চালায় শেখ শামসেরের নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা। বাড়ি লক্ষ্য করে বোম মারা হয়। তারপরেই এলাকায় শুরু হয় ব্যাপক বোমাবাজি। অন্যদিকে দলে স্বপনবাবুর বিরোধী হিসেবে পরিচিত উজ্জ্বল হক কাদরির পাল্টা অভিযোগ, তাঁর অনুগামী শেখ শামসের ওই সময় ঘটনাস্থলেই ছিলেন না। অথচ এদিন সকালে তার বাড়িতে হামলা চালানো হয়। বোমা গুলি নিয়ে যথেচ্ছ তাণ্ডব করে দুষ্কৃতীরা। বাসিন্দারা জানান, মূলত এলাকা দখলকে কেন্দ্র করেই ঝামেলার সূত্রপাত। গত দশদিনে তিনজন তৃণমূল নেতা কর্মীর খামারবাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়। তাই নিয়ে এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছিলই। এদিন সকাল থেকে ফের বোমা গুলির লড়াই শুরু হয়ে যায় গোটা এলাকা জুড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতিদের খোঁজে এলাকায় টহলদারি চলছে।

চিকিৎসা না করে ফেলে রাখার অভিযোগে চরম উত্তেজনা এসএসকেএম হাসপাতালে

কলকাতা,৭ জুন(হি.স.) : ফের উত্তেজনা এসএসকেএম হাসপাতালেঊ এবার আহতদের চিকিৎসা না করে ফেলে রাখার অভিযোগ উঠল এসএসকেএম হাসপাতালের বিরুদ্ধেঊ সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় হাসপাতাল চত্বরে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে খিদিরপুরের পানবাজারের কাছে পথদুর্ঘটনায় আহত হন তিন যুবক।গতরাতেই দুর্ঘটনার পর আহতদের এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আহতরা হলেন আফসার আলি বয়স ১, মাজহার আহমেদ বয়স ১৯ এবং সোনা বয়স ১৯। আহতরা প্রত্যেকেই খিদিরপুরের ফ্যান্সি মার্কেটের বাসিন্দা।এদের মধ্যে আফসারে অবস্থা গুরুতর।কিন্তু আহতদের পরিবারের অভিযোগ, কোনও চিকিৎসা না করে ফেলে রাখা হয় আহতদের। বারবার চিকিৎসকদের কাছে অনুরোধ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। এই নিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন আহতদের পরিজনরা।পরে তা আরও বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে শুক্রবার সকাল হয়ে যায় ঊ উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। পরিস্থিতি সামলাতে খবর পাঠানো হয় ভবানীপুর থানায়। এরপর পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনা ডিব্রুগড়ে হত তিন মহিলা, ঘায়েল চার

ডিব্রুগড় (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : শুক্রবার সাতসকালে এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় তিন মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যুতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় শোকের বন্যা বইছে। ঘটনা আজ সকালে উজান অসমের সদর ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত জকাইয়ের সারগ পথার এলকায় ৫২ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাটি। একটি পণ্যবাহী ট্রাক এবং দামি বেলেনো গাড়ির সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেছেন তিন মহিলা। একই ঘটনায় অন্য চারজন আহত হয়েছেন। তাঁদের ডিব্রুগড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। নিহত ও আহত কারোর পরিচয় পাওয়া যায়নি, তবে দুই মৃত মহিলার ব্যাগ থেকে উদ্ধারকৃত পরিচয়পত্রের মাধ্যমে তাঁদের লাবণ্য সনোয়াল এবং সুরজমণি সনোয়াল বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য।
দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও অস্পষ্ট। তবে স্থানীয় জনতার কাছে জানা গেছে, আজ সকালে এএস ০৬ ৮৭৪৫ নম্বরের ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এএস ০৬ ওয়াই ৩৩৩৪ নম্বরের বেলেনো কারকে বাঁদিক থেকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারে। এতে বেলোনোটি ডিগবাজি খেয়ে উলটে পড়ে। ঘটনায় সব যাত্রী গুরুতর ঘায়েল হয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে ওই পথে যাতায়াতকারী অন্য গাড়ির যাত্রীরা খবর দেন পুলিশে। পুলিশ এসে আহত সকলকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। হাসপাতালে তাঁদের মধ্যে তিন মহিলাকে মৃত বলে জানানো হয়। ডাক্তারের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, তিন মহিলার ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। এদিকে পুলিশ আহত ও নিহতদের পরিবারের সন্ধান চালিয়েছে। ইতিমধ্যে তিন নিহত মহিলার মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য।

ফুটব্রিজের জন্য গাছ কাটা নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.): এক্সাইডের মোড়ে ফুটব্রিজের জন্য গাছ কাটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ক্যালকাটা ক্লাবের পাশে ফুটপাথের ধারের কিছু বড় গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিবেশবিধি মানা হচ্ছে কি না, প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়ে। শুক্রবার ওখানে গিয়ে দেখি রবীন্দ্রসদনের দুটি স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশের টিন দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। দুটি গাছ ইতিমধ্যে কাটা হয়েছে। আরও অন্তত দুটি গাছ কাটার কথা। পরিবেশবিদ সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে বলেন, “গাছগুলো বেশ পুরনো এবং পরিবেশবান্ধব। এগুলো হয়ত কেটে না ফেলে প্রতিস্থাপন করা যেত।“ এ ব্যাপারে একটি বানিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে (পিপিপি) কাজ করছে কলকাতা পুরসভা। মেয়র পারিষদ (পিপিপি) বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চাইলে বলেন, “এক্সাইডের মোড় দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে যাওয়ায় পুলিশ ওখানে ফুটব্রিজ তৈরির সুপারিশ করে। আমি পুরসভায় এই বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার আগে শোভন চট্টোপাধ্যায় মেয়র থাকাকালীন প্রকল্পটি তৈরি হয়েছিল। বিধি মেনে ওখানে গাছ কাটার অনুমতি নেওয়া হয়েছে। আমি যতটা জানি, ওই অঞ্চলে পরিবর্ত গাছও লাগানো হয়েছে।” কাজটি শেষ হতে মাস ছয় লাগবে বলে জানান বৈশ্বানরবাবু।

উত্তর প্রদেশে বজ্রাঘাত ও ধুলো ঝড়ের তাণ্ডব প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যু ১৯ জনের

লখনউ, ৭ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় বজ্রাঘাত ও ধুলো ঝড়ের তাণ্ডবে অকালেই মৃত্যু হল ১৯ জনেরঊ এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪৮ জনঊ উত্তর প্রদেশের ত্রাণ কমিশনার জি এস প্রিয়দর্শী জানিয়েছেন, ‘উত্তর প্রদেশের ১২টি জেলায় ধুলো ঝড় ও বজ্রাঘাতে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন ৪৮ঊ উত্তর প্রদেশের মৈণপুরীতে ধুলো ঝড় ও বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে ছ’জনের। এটাহ এবং কাশগঞ্জে তিনজন করে প্রাণ হারিয়েছেন এবং মোরাদাবাদ, বদায়ুঁ, পিলভিট, মথুরা, কনৌজ, সম্ভল এবং গাজিয়াবাদে প্রাকৃতিক দুর্যোগে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেনঊ প্রতিটি জেলা শাসক ও অতিরিক্ত জেলা শাসকদের সঙ্গে কথা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ধুলো ঝড়ের তাণ্ডব চলে উত্তর প্রদেশের মৈণপুরী, এটাহ, কাশগঞ্জ, মোরাদাবাদ এবং বদায়ুঁ-সহ বিভিন্ন জেলায়ঊ ঝড়ের তাণ্ডবে ভেঙে পড়ে প্রচুর গাছ, এমনকি দেওয়াল ভেঙে পড়ে বিভিন্ন প্রান্তেঊ ত্রাণ কমিশনার আরও জানিয়েছেন, মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক মৈণপুরীতেঊ মৈণপুরীতে ছ’জনের মৃত্যু হয়েছে, আহতের সংখ্যা ৪১-রও বেশিঊ বদায়ুঁতে আহত হয়েছেন একজনঊ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কাছে সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথঊ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আটটি গবাদি পশুরও মৃত্যু হয়েছে।

স্কুলে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ভগৎ সিং স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা এক জোট হয়ে দাবি জানান। ছবি- নিজস্ব।

ডোডায় নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ, তুমুল চাঞ্চল্য

ভাদরওয়া, ৭ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় একটি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন বছর ২৮-এর এক গৃহবধূ। শুক্রবার সকালে নদীতে ওই বধূর দেহ ভেসে উঠতে দেখে গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ সূত্রের খবর, সবার অলক্ষ্যে ডোডা জেলার ভালেসা এলাকায় আলনি-গঙ্গোতা গ্রামে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজেদের বাড়ির কাছেই একটি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন আলনি-গঙ্গোতা গ্রামের বাসিন্দা ইরশাদ হুসেনের স্ত্রী নাসিমা বেগম (২৮)।

স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। ঘটনার প্রায় সাথে সাথেই উদ্ধারকার্য শুরু করেন তাঁরা। স্থানীয়দের সহযোগিতায় ঘটনাস্থল থেকে দেহটি উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে নাসিমা বেগম (২৮)-কে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই মনে করছেন পুলিশ কর্তারা। ভাদরওয়ার পুলিশ সুপার রাজ সিং গোরিয়া এদিন জানান, 'প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই মনে করা হচ্ছে। আমরা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছি।' ১৭৪ সিআরপিসি ধারার অধীনে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা প্রাইভেট গাড়ির, মৃত্যু পাঁচজন যাত্রীর

চিত্তুর (অন্ধ্রপ্রদেশ), ৭ জুন (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলায় হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়িঊ শুক্রবার সকালের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির আরোহী পাঁচজন যাত্রীরঊ এছাড়াও আরও তিনজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেনঊ শুক্রবার সকাল পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চিত্তুর জেলার রেনিগুন্টা মণ্ডলের অন্তর্গত একটি হাইওয়েতে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল ট্রাকঊ সকাল তখন পাঁচটা হবে, যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারেঊ জোরালো সংঘর্ষের জেরে গাড়িটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশঊ সংজ্ঞাহীন ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৮ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ তাঁদের মধ্যে পাঁচজন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছেঊ বাকি তিনজন হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেনঊ কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল গাড়িটি, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছেঊ প্রাথমিকভাবে পুলিশ কর্তাদের অনুমান, গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

গুজরাটের ভারুচে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বহুতলের একাংশ : মৃত্যু একজনের, গুরুতর আহত দুই

আহমেদাবাদ, ৭ জুন (হি.স.): গুজরাটের ভারুচ জেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বহুতলের একাংশ। ইট-কংক্রিট-সহ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। এছাড়াও আরও দু''জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে ভারুচে আচমকাই ভেঙে পড়ে একটি বহুতলের একাংশ। সেই সময় ওই বাড়ির ভিতরে তিনজন উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও আরও দু''জন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই একটি বহুতলের একাংশ ভেঙে পড়ে। বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী থানায়। পুলিশ আসার আগেই ধ্বংসস্তূপ থেকে তিনজনকে উদ্ধার করেন প্রতিবেশীরা। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বাকি দু''জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কী কারণে ভেঙে পড়ল বহুতলটি, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

জরুরী পরিষেবা

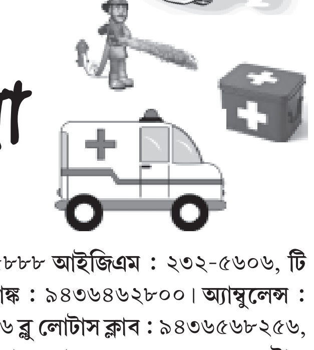

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভয়াবহ আগুন লাগল রাজধানীর জীবনদীপ বিল্ডিংয়ে

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : শুক্রবার বিকেলে ভয়াবহ আগুন লাগল নয়াদিল্লির জীবনদীপ বিল্ডিংয়ে। বহুতলের চারতলায় স্টোর রুমে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ৭টি দমকলের ইঞ্জিন। পার্লামেন্ট স্ট্রিটের কাছে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিকেল ৫টা নাগাদ এই আগুন লাগে। প্রায় ৫০ জনকে তৎপরতার সঙ্গে বের করে আনা হয়েছে বলে দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঘন কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় গোটা এলাকা। যেসব ব্যক্তিদের বের করে আনা হয়, তাদের অনেকেই শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করেন। স্থানীয় হাসপাতালে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। কি কারণে আগুন লেগেছে, তা এখনও জানা যায়নি। গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে দমকল। তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন দমকলের ডিভিশনাল অফিসার এসকে দুয়া। শনিবারই কনট প্লেসের এনডিএমসি বিল্ডিংয়ের দোতলায় আগুন লাগে।

উল্লেখ্য, এর আগে, গত ৭ এপ্রিল বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে দিল্লিতে। উত্তর দিল্লির নারেলা শিল্পাঞ্চলের একটি প্লাস্টিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। সংবাদসংস্থা এএনআই জানায়, ২২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এই প্লাস্টিক কারখানায় আগুন লাগায় তা নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। কারখানায় আরও দাহ্য বস্তু থাকায় আগুন ভয়াবহ আকার নেয়.।

কার্বি-আংলং ও ডিমা হাসাওকে নিয়ে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবিকে গুরুত্ব দেবেন সাংসদ হরেনসিং

হাফলং (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাওকে নিয়ে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে, দাবি ডিফু লোকসভার কেন্দ্রে নবনির্বাচিত বিজেপি সাংসদ হরেনসিং বে-র। কারবি আংলং জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে সাংসদ হরেনসিং বলেন, সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর প্রথম কাজই হবে কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলাকে নিয়ে ভারতীয় সংবিধানের ২৪৪ (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবিকে রূপায়িত করা।

কারবি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন সংগঠন-প্রতিষ্ঠান এবং অধিকাংশ নাগরিকের দীর্ঘদিনের দাবি পৃথক স্বশাসিত রাজ্য। এ-নিয়ে অসমের এই পাহাড়ি জেলা দুটিতে নিয়ে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন সংশ্লিষ্টরা। তাই পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবিকে তিনি অধিক গুরুত্ব প্রদান করবেন বলে তাঁর বাসভবনে আয়োজিত বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন-সহ পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করেন। নতুন সাংসদ বলেন, সংসদে পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের দাবি নিয়ে সরব হবেন। যাতে পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের এই দীর্ঘদিনের দাবি সফল রূপায়িত হয় এটাই প্রথম লক্ষ্য থাকবে, বলেন বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত সাংসদ হরেনসিং বে। উল্লেখ্য, ৮০-র দশক থেকে কারবি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলাকে নিয়ে সংবিধানের ২৪৪(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের দাবিতে দুটি পাহাড়ি জেলার বিভিন্ন দল-সংগঠন আন্দোলন করার পাশাপাশি অনেক সশস্ত্র আন্দোলন হয়ে আসছে। কিন্তু এ-নিয়ে কেন্দ্রের কোনও সরকারই তেমন গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। তাই এবার ডিফু লোকসভা আসন থেকে নবনির্বাচিত বিজেপি সাংসদ হরেনসিং বে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবি নিয়ে সংসদ ভবনে সরব হবেন বলে দুটি পাহাড়ি জেলার নাগরিক এবং বিভিন্ন দল-সংগঠনের প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করেছেন।

তৃণমূলের পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোরের 'বহিরাগত', দাবি বিজেপি-র

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) বিজেপি 'বহিরাগতদের' এনে ভোট করছে এই অভিযোগে এতদিন যিনি সরব হয়েছিলেন, ভোট বৈতরণী পার হতে তাঁকেই বহিরাগত পরামর্শদাতার শরনাপন্ন হতে হল। পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে সমঝোতা শুক্রবার তৃণমূলের উদ্দেশ্যে রাজ্য বিজেপি-র তরফে এই মন্তব্য করা হল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। প্রশান্তর জীবনপঞ্জীতে দেখা যাচ্ছে, এক অর্থে সত্যিই তিনি বহিরাগত। জন্ম বিহারের রোহতাস জেলার কোরান গ্রামে। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর তাঁর বাবা পাকাপাকি ভাবে চলে যান বিহারেরই বক্সারে। অন্য দিকে ইঞ্জিনয়ারিং পড়তে হায়দরাবাদে যান প্রশান্ত। পড়াশোনার পাঠ চোকানোর পর কাজে যোগ দেন রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বাস্থ্য বিভাগে। কর্মস্থল ছিল আফ্রিকা। আট বছর চাকরির পর ২০১১ সালে ফিরে আসেন দেশে। তৈরি করেন নিজের সংস্থা সিটিজেন্স ফর অ্যাকাউন্টেবল গভর্নমেন্ট (সিএজি)। নিজের সংস্থায় নিয়োগ করেন আইআইটি-আইআইএম-এর পেশাদার লোকজনকে। পরের বছরই বিধানসভার ভোট গুজরাতে। ভোটের রণকৌশল তৈরি করতে এই প্রশান্ত কিশোরকেই নিয়োগ করেন তখনকার গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিজেপি-র রাজ্যসাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "কত হাতি গেল তল, প্রশান্ত বলে কত জল। বিজেপি ওঁর ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি করেছিল। এখন সেটা জিরো-তে পৌঁছিয়েছে।"

সায়ন্তনবাবু বলেন, "২০১৪-তে লোকসভা নির্বাচনে প্রশান্ত নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ছিলেন, এটা যেমন ঠিক তেমনই উত্তরপ্রদেশের ভোটে অখিলেশ যাদবের সঙ্গেও ছিলেন। ওতে অখিলেশ ভীষণভাবে হারেন। অসমেও কংগ্রেস হেরেছে প্রশান্তর পরামর্শে। উনি (মমতা) তো বহিরাগত-তত্ব নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন, ওঁর কথায় বিহারের লোক তো বহিরাগত! ভোটে জেতাতে ওঁকে এখন লাগছে।"

পদবী পরিবর্তন

আমি SMT PANCHALI DEBBARMA W/O SRI MANIKLAL DAS, মলয়নগর রেন্টার্স কলোনী, থানা শ্রীনগর, জেলা পশ্চিম ত্রিপুরা ৬/৬/২০১৯ এ নোটারী পাবলিক আগরতলায় এক এফিডেবিট মূলে আমার সমস্ত রকম ডকুমেন্টে PANCHALI DEBBARMAগণ্য হইবে। আমার বিভিন্ন কাগজপত্রে PANCHALI DEBBARMAN উল্লেখ আছে। এফিডেবিট মূলে এখন সমস্ত কাগজপত্রেই PANCHALI DEBBARMA হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে।

স্বাঃ
PANCHALI DEBBARMA

পথ দুর্ঘটনা, আহত ৭

হুগলি, ৭ জুন (হি. স.) : দ্বিতীয় হুগলি সেতুতি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। শুক্রবার ভোররাতে একটি কন্টেনারের সঙ্গে একটি দুধের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুটি গাড়ির ড্রাইভার-খালাসি সহ মোট ৭ জন আহত হয়।জানা গিয়েছে, কলকাতার দিক থেকে ওই কন্টেনারটি গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছিল এবং দুধের গাড়িটি সেসময়ই সেতুর ওপরে মুখোমুখি চলে আসে। জোরালো ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যায় কন্টেনারটি। দুটি গাড়ির ড্রাইভার-খালাসি সহ মোট ৭ জন আহত হয়। তাদের কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার ফলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় যার ফলে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

২০২৬ সালের মধ্যে দেশে চালু সব সংস্থার ৪০ শতাংশ গাড়ি বিদ্যুৎচালিত করতে চায় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে দেশে চালু সব সংস্থার ৪০ শতাংশ গাড়ি বিদ্যুৎচালিত করতে হবে ঊ এবিষয়ে খুব শিঘ্রই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে মোদী সরকার। তবে রাতারাতি নয়, ২০২১ সালের মধ্যে ২.৫ শতাংশ, ২০২২ সালের মধ্যে ৫ শতাংশ, ২০২৩ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ এবং ২০২৬ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ গাড়ি বিদ্যুৎচালিত করার লক্ষ্য ঠিক করেছে কেন্দ্র।

একদিকে পেট্রোল, ডিজেলের খরচ কমানো অন্যদিকে, পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্য। দু'টি বিষয় মাথায় রেখে নরেন্দ্র মোদী সরকার চাইছে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সব গাড়ি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদ্যুৎচালিত হোক। সেই উদ্দেশ্য পুরন করতে ২০২৬ সালের মধ্যে দেশে চালু সব সংস্থাকে ৪০ শতাংশ গাড়ি বিদ্যুৎচালিত করতে হবে ঊ এবিষয়ে খুব শিঘ্রই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থা লঘু হবে ঊ সূত্রের খবর প্রথমে ২০২১ সালের মধ্যে ২.৫ শতাংশ, ২০২২ সালের মধ্যে ৫ শতাংশ, ২০২৩ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ এবং ২০২৬ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ গাড়ি বিদ্যুৎচালিত করার লক্ষ্য ঠিক করেছে কেন্দ্র।

এর আগেই অ্যাপ নির্ভর ট্যাক্সি পরিষেবা ওলা ইলেকট্রিক গাড়ি চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব ও খরচ বেশি হওয়ায় সেই চেষ্টা সেভাবে সফল হয়নি। ২০১৫ সালের প্যারিস পরিবেশ চুক্তির অঙ্গ হিসেবে ভারত দ্রুত যত বেশি সম্ভব ইলেকট্রিক গাড়ি চালু করতে চাইছে। একই সঙ্গে লক্ষ্য জ্বালানি আমদানি কমানো। এর জন্য জোমাটো, সুইগির মতো ফুড ডেলিভারি সংস্থা বা অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো ই-কমার্স সংস্থাকেও ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল কিনতে হবে। তিন চাকার অটোরিকশও আগামী ছয় থেকে আট বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎচালিত করে ফেলা হবে। উল্লেখ্য, চিনে এই ধরনের গাড়ির উৎপাদন যেমন বাড়ানো হয়েছে তেমনই ট্যাক্সি অপারেটরদের বিদ্যুৎচালিত গাড়ি চালানোর জন্য নানা ইনসেনটিভ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার উদ্যোগী হচ্ছে ভারতও।

জলে ডুবে

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙ্গে পরে তাঁর মা-বাবা সহ পরিবারের লোকজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোঁকের ছায়া নেমে এসেছে কল্যাণপুর থানা এলাকার উত্তর কমলনগরে।

আমবাসা

● প্রথম পাতার পর

দপ্তরে পাঠাতে হয়। ফলে বন্ধ রাখতে হয় বাস চলাচল। তিনি আরও জানান বর্তমানে আমবাসা থেকে গণ্ডাছড়া পর্যন্ত টি আর টি সি বাসে ভাড়া ৪০ টাকা। বেসরকারি বাসে ভাড়া ৭০ টাকা। টি আর টি সি বাসের ভাড়া কিছুটা বৃদ্ধি করে ৫০ টাকা করা হলে আর্থিক ভাবে লাভ হবে বলেও জানান তিনি। বর্তমানে আমবাস-গণ্ডাছড়া সড়কে টি আর টি সি বাস পরিষেবা না থাকায় যাত্রীদের প্রতিনিয়ত দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় দাবি উঠেছে দপ্তর বিষয়টির প্রতি নজর দিক। অবিলম্বে পুনরায় আমবাস-গণ্ডাছড়া সড়কে টি আর টি সি বাস পরিষেবা চালু করা হোক।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি-র প্রত্যাবর্তন হয়েছে । শুক্রবার আগরতলায় বিজেপি প্রদেশ কমিটি আয়োজিত অভিনন্দন সমাবেশে এভাবেই নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব । তাঁর কথায়, সাধারণত পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পর প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়ায় শাসকদলের ভোটের হার কমে যায় । কিন্তু, সেই ঐতিহ্য ভেঙে দিয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি-র ভোটের হার বেড়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লির মসনদ দখল হয়েছে । তাঁর দাবি, দেশবাসী যোগ্য ব্যক্তির হাতেই পুনরায় দেশের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন । কারণ, দেশবাসী বিশ্বাস করেন, নরেন্দ্র মোদী ভারতকে বিশ্বগুরুর অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবেন ।

আজ অভিনন্দন সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে রাম মাধব প্রথমেই ত্রিপুরাবাসীকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন । বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আরও একবার আস্থা রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি । রাম মাধব বলেন, ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে ২৫ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যবাসী যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন লোকসভা নির্বাচনে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা থেকে এই প্রথম দুই সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন, তা নিঃ সন্দেহে ঐতিহাসিক ঘটনা ।

রাম মাধবের কথায়, ত্রিপুরা গোটা দেশের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু বিজেপি-র নেতৃত্বে খুব শীঘ্রই উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে যাবে এবং মূল ধারার রাজ্যগুলির সমতুল্য হবে এই রাজ্য। তিনি বলেন, সাধারণত পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পর প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া প্রবল আকার ধারণ করে। কিন্তু, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব সেই ঐতিহ্য ভেঙে দিয়েছে। তাঁর দাবি, ২০১৪ সালে বিজেপি ১৭ কোটি ভোট পেয়েছিল। কিন্তু, ২০১৯ সালে তা বেড়ে ২৩ কোটি ভোটে পেয়েছে বিজেপি। তার মধ্যে নতুন ভোটার রয়েছেন ৬ কোটি এবং ত্রিপুরায় প্রাপ্তি ১০ লক্ষ ভোট।

রাম মাধব জোর গলায় বলেন, কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার গঠন হয়েছে। দেশবাসীও শক্তিশালী সরকার হোক চেয়েছিলেন। তাই দীর্ঘ মেয়াদে বিজেপি দেশের ক্ষমতায় থাকবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথায়, স্বাধীনতার পর একটানা ২৭ বছর দেশে কংগ্রেস শাসন করেছে। কিন্তু, সেই রেকর্ড এখন নরেন্দ্র মোদী ভাঙতে চলেছেন । তিনি আশ্বাস দেন, স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তি পর্যন্ত কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় থাকবে । দেশের প্রগতি চরম শিখরে পৌঁছবে ততদিনে । কারণ, নরেন্দ্র মোদীর লক্ষ্য, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বগুরু হবে ।

দীর্ঘ দিন বিজেপি-র ক্ষমতায় টিঁকে থাকার কারণও রাম মাধব ব্যাখ্যা করেছেন । তাঁর কথায়, গত পাঁচ বছরে দেশে একতা ও শান্তি বজায় রেখেছে বিজেপি । অর্থব্যবস্থাকে চাঙ্গা করা হয়েছে । শুধু তা-ই নয়, এই পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি দুর্নীতির ঘটনাও ঘটেনি । বরং ১৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে । তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়ে তোলার পাশাপাশি শক্তিশালী দেশ গঠন বিজেপি-র একমাত্র লক্ষ্য । তাই, লোকসভা নির্বাচনে দেশবাসী ঢেলে সমর্থন দিয়েছেন ।

রাম মাধব আজ আক্ষেপ করে বলেন, বিরোধীরা বিজেপি-র বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবাদ ধ্বংস করার অভিযোগ তুলেছেন । তাতে তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, রাষ্ট্রবাদ বিজেপি-র ডিএনএ-তে মিশে রয়েছে । রাষ্ট্রবাদই বিজেপি-র পরিচয় । তাই, আমরা রাষ্ট্রবাদী হিসেবে গর্ব অনুভব করি । সাথে তিনি বলেন, সেনাবাহিনীকে ব্যবহারেরও অভিযোগ উঠেছে বিজেপি-র বিরুদ্ধে । অথচ, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সেনাবাহিনীকে সবচেয়ে মর্যাদা দিয়েছে ।

রাম মাধব দাবি করেন, দেশের ও দেশবাসীর গরিমা বাড়িয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। কারণ, তিনি দেশের পাশাপাশি বিদেশেও সমাদৃত । তাই, দেশবাসী নরেন্দ্র মোদীকেই সমর্থন জানিয়েছেন । কারণ, নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প এ-দেশে কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তা দেশবাসী বুঝে গেছেন ।

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন, বিজেপি-কে যাঁরা ভোট দিয়েছেন এবং যাঁরা ভোট দেননি তাঁদের সকলের উন্নয়নে সমানভাবে কাজ করবেন নরেন্দ্র মোদী। ত্রিপুরাকেও ঢেলে সহযোগিতা দেবেন তিনি। কারণ, সব-কা সাথ সব-কা বিকাশের সাথে এখন সব-কা বিশ্বাস অর্জনেরও অঙ্গীকার নিয়েছে বিজেপি।

ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনা হত তিন মহিলা, ঘায়েল চার

ডিব্রুগড় (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : শুক্রবার সাতসকালে এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় তিন মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যুতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় শোকের বন্যা বইছে। ঘটনা আজ সকালে উজান অসমের সদর ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত জকাইয়ের সারগ পথার এলকায় ৫২ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাটি। একটি পণ্যবাহী ট্রাক এবং দামি বেলেনো গাড়ির সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেছেন তিন মহিলা। একই ঘটনায় অন্য চারজন আহত হয়েছেন। তাঁদের ডিব্রুগড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। নিহত ও আহত কারোর পরিচয় পাওয়া যায়নি, তবে দুই মৃত মহিলার ব্যাগ থেকে উদ্ধারকৃত পরিচয়পত্রের মাধ্যমে তাঁদের লাবণ্য সনোয়াল এবং সুরজমণি সনোয়াল বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য।

দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও অস্পষ্ট। তবে স্থানীয় জনতার কাছে জানা গেছে, আজ সকালে এএস ০৬ ৮৭৪৫ নম্বরের ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এএস ০৬ ওয়াই ৩৩৩৪ নম্বরের বেলেনো কারকে বাঁদিক থেকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারে। এতে বেলোনোটি ডিগবাজি খেয়ে উলটে পড়ে। ঘটনায় সব যাত্রী গুরুতর ঘায়েল হয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে ওই পথে যাতায়াতকারী অন্য গাড়ির যাত্রীরা খবর দেন পুলিশে। পুলিশ এসে আহত সকলকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। হাসপাতালে তাঁদের মধ্যে তিন মহিলাকে মৃত বলে জানানো হয়। ডাক্তারের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, তিন মহিলার ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। এদিকে পুলিশ আহত ও নিহতদের পরিবারের সন্ধান চালিয়েছে। ইতিমধ্যে তিন নিহত মহিলার মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য।

গঠিত

● প্রথম পাতার পর

দেখবে কমিটি। পাশাপাশি, সমস্ত বিষয় পরীক্ষা নিরিক্ষার পর ত্রিপুরা সরকারের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ করবে। তাঁর সাফ কথা, রাজনৈতিক হিংসায় খুনের ঘটনায় কোন দোষী পার পাবে না। তার সাজা নিশ্চিত করার সুপারিশ করবে এই কমিটি।

এদিকে, বিগত দিনে বিরোধী দলের অনেকের উপর মিথ্যা মামলা ঝুলছে। এই কমিটি ওই মামলাগুলিও পরীক্ষা নিরিক্ষা করে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করবে। তাতে, মিথ্যা মামলা প্রমাণিত হলে তা প্রত্যাহারেরও সুপারিশ করবে কমিটি।

আজ বিজেপির অভিনন্দন সমাবেশে নবনির্বাচিত সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক চানমোহন ত্রিপুরা, বীরলাল সরকারদের আত্মবলিদানকে স্মরণ করেছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁরা খুন হয়েছেন। এমন আরো অনেক বিরোধী কর্মী সমর্থক, এমনকি নেতাও রয়েছেন যারা নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। অথচ, তাঁদের খুনিরা আজ পর্যন্ত সাজা পাননি। রাজ্য সরকারের এই কমিটি ওই খুনের ঘটনাগুলি কবর খুড়ে বের করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

আবারও

● প্রথম পাতার পর

আবেদনপত্রের সঙ্গে আধারকার্ডের কপি, ব্যাঙ্কের পাস বুকের কপি, সংশ্লিষ্ট কৃষি আধিকারিকদের কাছ থেকে শংসাপত্র (সার্টিফিকেট) নিতে হবে, যা ধান বিক্রির সময় উপস্থাপন করা আবশ্যক। তিনি জানান, প্রদত্ত ধানের মূল্য হিসাবে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ অর্থরাশি চার কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের স্ব-স্ব ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে খাদ্য, জনসংভরন ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর প্রদান করবে।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় বড় আকারের দুইটি মাত্র রাইস মিল রয়েছে। তাই, ইচ্ছে থাকলেও ত্রিপুরা সরকার আরও বেশী পরিমাণে ধান কৃষকদের কাছ থেকে কিনতে পারছেনা। এজন্য ত্রিপুরায় বড় আকারের রাইস মিল স্থাপন করার জন্য তিনি শিল্পদ্যোগীদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে কয়েকজন বেকার যুবক মিলে যদি রাইস মিল স্থাপন করতে চান সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে প্রস্তুত।

হেরোইন গ্রেফতার দুই

আটের পাতার পর

তথ্য দিয়ে জানান, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ হেনবই-কে আটক করে। আটক হেনবইয়ের বাইক থেকে উদ্ধার হয় ২৫৩ গ্রাম মাদকদ্রব্য। পুলিশের জেরার ভিত্তিতে পরে বিন্নাকান্দির বিনয়কে ধরা হয়। বিনয় গাড়ি নিয়ে হেনবইয়ের অপেক্ষা করছিল। এর আগেও বিনয়কে একই অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলে জানান পুলিশ সুপার।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, লক্ষ্মীপুরে সম্প্রতি নেশাদ্রব্য পাচার সহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধজনিত কারণে আনেকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বন্দুক সহ অনেক বিস্ফোরক সামগ্রী।

জনের : নিহত ১২ জনই ভারতীয় নাগরিক

পাচের পাতার পর

সকালে দুবাইয়ে নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'স্থানীয় প্রশাসন এবং আত্মীয়দের কাছ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুবাই বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১২ জন ভারতীয় নাগরিকেরঊ মৃতদের আত্মীয়দের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে দূতাবাসঊ এছাড়াও রশিদ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিতার পর চারজন ভারতীয় নাগরিককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুবাই পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫.৪০ মিনিট নাগাদ শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ রোডের উপর রশিদিয়া এক্সিজেটের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাত্রীবোঝাই একটি বাসঊ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে মোট ৩১ জন যাত্রী ছিলেনঊ ঈদের ছুটি পাওয়ার পর ওমান থেকে তাঁরা ফিরছিলেনঊ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১২ জন ভারতীয় নাগরিক-সহ ১৭ জনেরঊ এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন ৫ জনঊ দুবাইয়ে নিযুক্ত ভারতীয় দূত বিপুল জানিয়েছেন, 'দুবাই বাস দুর্ঘটনায় মোট ১২ জন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছেঊ আইনি প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য দুবাই সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগায়োগ রাখা হচ্ছে।

কণ্ঠশিল্পী কৈলাশ খের

তিনের পাতার পর

পূজা-পার্বণ সমস্ত কিছু বন্ধ থাকে। বলা হয়, মা কামাখ্যা এ সময় রজঃস্বলা হন। এ সময় শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামে আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক বেড়ে যায়। তাই অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক সাধুসন্ত এসে উপস্থিত হন কামাখ্যা ধামে। অম্বুবাচি উৎসব কৃষির সঙ্গেও যুক্ত। ফলে এই উৎসবকে এখানকার মানুষজন খুব শুদ্ধাচারে নিয়মনীতির মাধ্যমে উৎসাহের সঙ্গে পালন করেন।

রেকর্ড করা হল বয়ান

তিনের পাতার পর

বিকেল তিনটে পর্যন্ত টানা ৪ ঘন্টা জেরা করা হয় রাজীব কুমারকে। এদিন রাজীব কুমারের বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে রাজীব কুমারকে পুনরায় তলব করা হতে পারে।

আপাতত গ্রেফতারির কোনও আশঙ্কা নেই রাজীব কুমারেরঊ তবে, কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চের বিস্তর শর্তে তিনি একপ্রকার বন্দিই। কলকাতা ছাড়তে পারবেন না, জমা রাখতে হয়েছে পাসপোর্ট, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআই ডাকলে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবেঊ রাজীব কুমার এখন সিআইডি-র এডিজিঊ অর্থাতরাজ্যের গোয়েন্দা প্রধান। প্রসঙ্গত, গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাজীবের বাড়ি সিবিআই অফিসারদের যাওয়া নিয়ে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। আটকে দেওয়া হয় সিবিআই অফিসারদেরঊ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ধরনাতেও বসেছিলেনঊ অবশেষে সারদা কেলেঙ্কারি মামলায় রাজীব কুমারকে জেরা করলেন সিবিআই গোয়েন্দারা।

াঙ্গন

জানেন, কোন ছকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ধ্বংস করলেন চাহাল ?

দেবাশিস সেন, সাউদাম্পটন: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যুজবেন্দ্র চাহালের চার উইকেট তোলার নেপথ্য রহস্য কী?ভারতীয় লেগস্পিনারের মনে হচ্ছে, কারণটা হল দাবা! ছোটবেলা থেকে যে খেলায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। এবং বর্তমানে বাইশ গজে যা তাঁকে ব্যাটসম্যানের ভাবনাচিন্তার থেকে এগিয়ে রাখছে।চাহালের মতে, দাবা খেলার অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁর পক্ষে ব্যাটসম্যান কী ভাবছে না ভাবছে তাঁর পক্ষে বুঝতে সুবিধে হচ্ছে। ”দাবা আমাকে শিখিয়েছে ধৈর্য রাখতে। শিখিয়েছে ঠিকঠাক প্ল্যানিং করতে। দাবা খেলার সময় আপনাকে আগাম পনেরো-ষোলোটা মুভ আগেভাগে ভেবে রাখতে হয়। ফাফ দু”প্লেসিকে বল করার সময় ব্যাপারটা একই দাঁড়ায়। আগে থেকে প্ল্যান করে রাখতে হয় আপনি গুগলি করবেন না ফ্লিপার। কোন ডেলিভারিটা ওরা খেলতে পারবে, কোনটা ওরা খেলতে পারবে না,” সাউদাম্পটনে দক্ষিণ আফ্রিকা বধের পর মিক্সড জোনে এসে বলে দিয়েছেন চাহাল।ভারতীয় লেগস্পিনার খোলসা করে বুঝিয়েছেন, কী ভাবে দু”প্লেসিকে তিনি প্ল্যান করে আউট করেছিলেন। ”যে ভাবে আমি ফাফকে আউট করেছি, তা সত্যিই তৃপ্তিদায়ক। ড্রিফট পাচ্ছি দেখে আমি ঠিক করি অফস্টাম্পে স্লাইডার করব। ও বলটা বুঝতেই পারেনি,”” বলে দিয়েছেন চাহাল। টিমের লেগস্পিনারের সাফল্যে খুশি ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিও। চাহালের যে জিনিসটা বিরাটের সবচেয়ে ভাল লাগে, তা হল মানসিকতা। ”পরিস্থিতি যা-ই হোক, চাহালকে কখনও না বলতে শুনিনি। শুনিনি, আমি এখন বল করতে চাই না,” বলেছেন কোহলি।তবে চাহাল পুরো কৃতিত্ব নিজে নেননি। টিমের পেসারদেরও কৃতিত্ব দিয়েছেন। ”আমি আমার টিমের পেসারদের কৃতিত্ব দেব একদম সঠিক মঞ্চ আমাদের জন্য প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্য। পেসাররা এতটাই ভাল বল করে যে, আমরা যখন বল করতে আসি কোনও চাপই ছিল না,” বলে দিয়েছেন চাহাল। কোহলি আবার মনে করেন, খেলার পরিস্থিতি অনুযায়ী কখন কী করতে হবে, সেই সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ ধারণা আছে চাহালের। ”পিচ কী রকম, সেখানে কী করা উচিত, সেই সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা আছে চাহালের। ও আজ যতটুকু যা হয়েছে, যে সব কীর্তি গড়েছে, তার পুরো কৃতিত্ব একা ওর।”

এই পাক বোলারের রেকর্ড ভাঙলেন স্টার্ক

আজকাল ওয়েবডেস্ক: পাক অফস্পিনার সাকলাইন মুস্তাকের রেকর্ড ভেঙে দিলেন অসি পেসার মিচেল স্টার্ক। একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম ১৫০ উইকেটের মালিক এখন স্টার্ক। এতদিন এই রেকর্ড সাকলাইন মুস্তাকের দখলে ছিল। বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নেন স্টার্ক। ২০১৯ বিশ্বকাপে প্রথম কোনও বোলার পাঁচ উইকেট পেলেন। ৭৭ ম্যাচে ১৫০ উইকেট পেলেন স্টার্ক। সাকলাইন মুস্তাক ১৫০ উইকেট পেয়েছিলেন ৭৮ ম্যাচে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে বরাবরই ভাল বল করেন স্টার্ক। এখনও পর্যন্ত সাত ম্যাচে নিয়েছেন ২১ উইকেট। বৃহস্পতিবার স্টার্কের শিকার ক্রিস গেল, আন্দ্রে রাসেল, জেসন হোল্ডার, কার্লোস ব্রেথওয়েট এবং শেলডন কটরেল। ম্যাচের সেরা ন্যাথান কুল্টার নাইল বলেছেন, 'বোর্ডে যাই রান থাকুক। আমরা লড়াই করতে পারি। এই উইকেটটা বেশ শক্ত ছিল। সেট হওয়ার পর তাই হাত খুলেছি। ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিল স্টার্ক। ঠিক সময়ে ওকে আক্রমণে এনেছিল ফিঞ্চ। দারুণ বোলার। কৃতিত্বটা ওর প্রাপ্য।'

অ্যাম্পায়ারের আবারো হল বড় ভুল ফ্রি হিটে দিলেন ক্রিস গেইলকে আউট

আইসিসি বিশ্বকাপ ২০১৯ এর দশম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ওয়েস্টইন্ডিজ। দুই দল নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় হাসিল করেছিল। এই ম্যাচে ওয়েস্টইন্ডিজের অধিনায়ক জেসন হোল্ডার টসে জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন। ম্যাচের শুরুতে আরো একবার ওয়েস্টইন্ডিজের জোরে বোলাররা নিজেদের গতিতে ক্যাঙ্গারু ব্যাটসম্যানদের জমিয়ে সমস্যায় ফেলেন।স্মিথ আর কুইল্টার নাইলের দুর্দান্ত ব্যাটিং৭৯ এর স্কোরে অস্ট্রেলিয়া দল নিজেদের পাঁচ ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ফেলেছিল। ৩১তম ওভারে ১৪৭ রানে তাদের ৬জন ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। এরপর স্টিভ স্মিথ আর নাথান কুইল্টার নাইল ১০২ রানের দুর্দান্ত পার্টনারশিপ গড়েন। স্মিথ ৭৩ রান করে আউট হন অন্যদিকে কুইল্টার নাইল ৬০ বলে ৯২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। এই দুই ইনিংসের সৌজন্যেই অস্ট্রেলিয়া দল ২৮৮ রানে পৌঁছতে সফল হয়।অ্যাম্পায়ারের আবারো হল বড়ো ভুলওয়েস্টইন্ডিজের ইনিংস চলাকালীন অ্যাম্পায়ার ক্রিস গফনেয় লাগাতার ভুল করেন। ইনিংসের তৃতীয় ওভারেই তার ২বার ভুল হয় কিন্তু ডিআরএস ক্রিস গেইলকে দুই বারই বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু গফনেয়র বুল এখানেই থেমে থাকেনি।

পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলে ক্রিস গফনেয় মিচেল স্টার্কের বলে ক্রিস গেইলকে আরো একবার আউট দিয়ে দেন। এবারও গেইল ডিআরএস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু তার পা উইকেটের সামনে ছিল আর তাকে এলবিডব্লিউ আউট দেওয়া হয়।সেই সময় কেউই অ্যাম্পায়ারের ভুল ধরতে পারেননি, কিন্তু পরে জানা যায় যে আউট দেওয়ার আগের বলটি নো বল ছিল। এর মানে হল যে, যে বলে ক্রিস গেইল আউট হন সেটা বাস্তবে ফ্রি হিট হত। সাম্প্রতিক কালে এটা প্রথমবার নয় যখন অ্যাম্পায়ারের এমন ভুল হল। আইপিএল চলাকালীন বেশ কয়েকবার অ্যাম্পায়ারের থেকে এমন ভুল দেখতে পাওয়া গেছে কিন্তু বিশ্বকাপেও এই ভুল বজায় থেকেছে। অ্যাম্পায়ারদের এই ভুলে বেশ কিছু দল বিশ্বকাপ থেকেও ছিটকে যেতে পারে।

রোনাল্ডো—নেইমার দুই তারকার পৃথিবী

আজকালের প্রতিবেদন: ধর্ষণকাণ্ডে জেরবার ফুটবলবিশ্বের দুই তারকা। প্রথম ব্রাজিলের নেইমার। দ্বিতীয় পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।নেইমারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তোলা মহিলার পরিচয় বৃহস্পতিবারই প্রকাশ্যে এসেছে। নাম নাজিলা মেন্ডেস ডি'সুজা। পেশায় মডেল। ইন্টিরিয়র ডিজাইনিং নিয়ে পড়াশোনা করছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি প্যারিসের হোটেলের সেই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশ্যে এনে নেইমারের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিলেন। নাজিলা বলেন, 'বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সেদিন আমার নিষেধ ও শোনেনি। আমি এর বিচার চাই। যা করেছে, তার জন্য ওর শাস্তি পাওয়া উচিত।'ওদিকে, হ্যাটট্রিক করে দেশকে ফাইনালে তোলার দিন পর্তুগিজ তারকার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। গত বছর সেপ্টেম্বরে রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে মামলা করেছিলেন পেশায় মডেল এক মহিলা। ঘটনাটি অবশ্য ২০০৯ সালে লাস ভেগাসের এক হোটেলের। যদিও গত কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, সেই মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে। অভিযোগকারিণীর আইনজীবী এদিন পরিষ্কার বলেছেন, 'ফেডারেল কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী সেখানে বিদেশিদের বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। তাই আমরা মামলাটা অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছি। মোটেও সেটা তুলে নেওয়া হয়নি।'নাজিলার প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়ার আগেই কাতারের বিরুদ্ধে ম্যাচে ডান পায়ের গোড়ালিতে গুরুতর চোট কোপা আমেরিকা থেকে ছিটকে দিল নেইমারকে। রিজার্ভ বেঞ্চে ফিরে অঝোরে কাঁদতে দেখা গেল তাঁকে। দুটো হাত দিয়ে মুখ ঢেকে। চোট সারিয়ে তিন মাস বাদে ফিরেই আবার চোট! তাঁর মতোই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না ব্রাজিল সমর্থকরাও। ওদিকে, নেশনস লিগের সেমিফাইনালে পর্তুগাল ৩—১ ব্যবধানে হারিয়েছে সুইৎজারল্যান্ডকে।

No: F.3 (117)-Med/S&P/2019-2020

Dated, Agartala, the 31/05/ 2019

Notice Inviting Quotation

Notice Inviting Quotation in plain paper is hereby invited for supply of ***Medical X-Ray film for in* the Radiology Deptt,AGMC & GBP Hospital, Agartala."** subject to certain terms & conditions.

Last date of submission of offer to the Medical Superintendent & Head of Office, Agartala Government Medical College & GBP Hospital, Agartala is upto 4.0 PM of **12th June 2019**

The Terms & conditions for the same may be collected free of cost from the Medical Superintendent (store & purchase section), AGMC & GBP Hospital, Agartala on any working day from 11:00 AM to 4:00 PM. prior to the last date of submission of the NIT.

Medical Superintendent & Head of Office
AGMC & GBP Hospital, Agartala

ICA/C/205/19

শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক ঋণ বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি

- রাজ্যের বিভিন্ন ন্যাশনালাইজড ব্যাংক-এর মাধ্যমে সেন্ট্রাল ইন্টারেস্ট স াবসিডি স্কিম এর অধীনে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্টাডি লোন এর ব্যবস্থা রয়েছে।
- ভারতবর্ষের স্বীকৃত (ন্যাক অথবা এন. বি. এ অথবা সি. এফ. টি. আই, দ্বারা) এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা দ্বারা অনুমোদন প্রাপ্ত (যথা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদি) শিক্ষা প্রদানকারী এই স্কিমের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন জেনারেল, প্রফেশনাল ও টেকনিকেল কোর্সে পাঠরত যোগ্য ছাত্রছাত্রীরা এই সুযোগ নিতে পারে।
- ছাত্রছাত্রীদের যাদের পারিবারিক ব ার্ষিক আয়ক সর্বাধিক ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত, তারা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালক্ষ্মী পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
- এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বি. এড অনুপ্রেরণা যোজনা নামে র াজ্য সরকারের একটি প্রকল্পও চালু রয়েছে।
- বি. এড প্রশিক্ষণে ইচ্ছুক যোগ্য, মেধাবী ত্রিপুরায় বসবাসরত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ন্যাশনালাইজড ব্যাংক এর মাধ্যমে স্টাডি লোন এর সুযোগ নিতে পারেন।
- তবে এই স্কিমের অন্তর্ভুক্ত বি. এড কলেজগুলি অবশ্যই এন সি টি ই এর স্বীকৃতি ও নেক অথবা কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া সার্টিফাইড হতে হবে।
- এই স্কিমের অধীনে ঋণ বরাদ্দ হওয়ার ব ছর থেকে সর্বোচ্চ ৪ বছর পর্যন্ত অথবা চাকুরি পাওয়া পর্যন্ত (যেটা আগে হবে তার ভিত্তিতে) সুদের টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে।
- এই স্কিমের অধীনে বিএড পাঠ্যক্রমে ভর্তির জন্য বিজ্ঞান/সমাজ বিজ্ঞান/ কলা, বিভাগে স্নাতক স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫০ শতাংশ প্রাপ্ত (এস. সি ও এস. টি ক্যাটাগরির জন্য ৪৫ শতাংশ) অতবা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি বিদ্যায় (বিজ্ঞান এবং অংকে স্পেশালাইজেশন সহ) ৫৫ শতাংশ (এস. সি ও এস. টি ক্যাটাগারির জন্য ৫০শতাংশ) অথবা সমতুল্য অন্যান্য যোগ্যতা সম্পন্ন এন. সি. টি. ই. এর নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্ত হতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যের বিভিন্ন ন্যাশনালাইজড ব্যাংকগুলির ত্রিপুরাস্থিত বিভিন্ন শাখায় এই সমস্ত ঋণ প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।
- সেন্ট্রাল সেক্টর ইন্টারেস্ট সাবসিডি স্কিমের বিস্তৃত বিবরণ বিদ্যালক্ষ্মী পোর্টালে g / (www.vidyalakshmi.co.in) অথবা ব্যাংকগুলিতে পাওয়া যাবে এবং মুখ্যমন্ত্রী বি এড অনুপ্রেরণা যোজনা স্কিমের বিবরণ (www.highereducation.tripura.gov.in) পোর্টালে পাওয়া যাবে।

Director
Higher Education
Govt. of Tripura.

ICA/D/297/19-20

নির্বাচকরা জানালেন কেনো দেওয়া হয়নি ডেভিলিয়র্সকে বিশ্বকাপের দলে জায়গা

বিশ্বকাপ ২০১৯ এর শুরু হয়ে গিয়েছে। এবারের বিশ্বকাপ ইংল্যান্ড আর ওয়েলসে খেলা হচ্ছে।এই বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ ১৪ জুলাই লর্ডসের ঐতিহাসিক মাঠে খেলা হবে। এই মুহূর্তে এই বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার দল লাগাতার তিনটি ম্যাচ হেরে সংঘর্ষ করছে। এর সঙ্গেই এখন এবি ডেভিলিয়র্সের নির্বাচন না করার কারনে এই দলকে সমালোচনার মুখেও পড়তে হচ্ছে।এবি ডেভিলিয়র্সের মত খেলোয়াড়কে করা হয়নি নির্বাচনএখনো পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার দল এই বিশ্বকাপে লাগাতার খারাপ প্রদর্শনের কারণে সংঘর্ষ করছে। তারা নিজেদের প্রথম তিনটি ম্যাচে লাগাতার হারের মুখে পড়েছে। গত ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার দল ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে মাত্র ২২৭ রানই করতে পেরেছিল। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান ক্রিস মোরিস (৪২) করেছিলেন। ভারতীয় দল এই ম্যাচ ৬ উইকেটে জিতে নেয় ভারতের তরফে রোহিত শর্মা ১২২ রান করেছিলেন। কিন্তু আজ দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে তখন হইচই বেড়ে যায় যখন জানা যায় যে তারকা ব্যাটসম্যান এবি ডেভিলিয়র্স নির্বাচকদের বলেছিলেন যে তিনি এই বিশ্বকাপে দলের হয়ে খেলতে পারেন কিন্তু তারপরও দলে তাকে নেওয়া হয়নি।দক্ষিণ আফ্রিকা দলের নির্বাচকদের সংযোজক লিন্ডা জোন্ডি দিলেন বয়ানএই ধরণে বিতর্ক হওয়ার কারণে এখন স্বয়ং দক্ষিণ আফ্রিকা দলের নির্বাচকদের সংযোজক লিন্ডা জোন্ডি বলেন যে এবি ডেভিলিয়র্স দলের ফাইনাল নির্বাচনের কিছু সময় আগেই ফোনে এই অফার দিয়েছিলেন। আমাদের মনে হয়েছিলযে সেই খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে যারা এতদিন ধরে দলের সঙ্গে রয়েছেন আর ভাল প্রদর্শন করছেন। ২০১৮য় যখন এবি ডেভিলিয়র্স অবসর নেওয়া কথা বলেছিলেন তখন আমি তার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম যে উনি বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলা না ছাড়ুন কিন্তু উনি কারো কথাই মানেননি আর অবসরের ঘোষণা করে দেন।অনেক বেশি সমস্যায় ফেলেছেন।

NOTICE INVITING e-TENDER NO. e-PT-2/EE/RDAD/2019-20 dt- 03/06/2019

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, RD Agartala Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (Single bid) for procurement of the following items from the eligible bidders up to **3 PM of 14/06/2019 as per following** terms condition as well as DNIT.

Sl No	Name of the ITEM	Estimated cost Rs	Earnest Money(Rs.)	Cost of tender form (Rs).	Last date and time for e-bidding	Time and date of opening of bid	Document downloading and biding at application	Class of Tenderer
1	Procurement of 1st class brick & 1st class straight picket and 1" Class Brick bats for various worksites at Bamutia RD Block under West DN1T NO: e-DT-UBRICK&Briekbats/ BMT/EE/RDAD/2019- 20 dt-.03/06/19.	40,00 Lakn per item	1,00,000.00	500.00	U pto 3.00 PM of 14/06/2019	At. 3.30 PM on 14/06/2019	https:// tripuratenders.gov.in	Brick kiln owner/ firm having manufacturing unit of brick.

Eligible bidders shall participate in bidding **only in online through website https:// tripuratenders.gov.in.** Bidders **are allowed to** bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. ***Submission of bids physically is not permitted.*** For any enquiry, please contact by e-mail to **eerd.agartala-trrd gov.in or for** any uploading/e-bidding problem contact at **0381 2325988/9436137369** during office date and hour only.

(Er. S. R. Debbarma)
Executive Engineer
RD Agartala Division
West Tripura.

ICA/C/194/19

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/EE/DWS/DMN/2019-20

The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking I enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD,.up **to 3.00 P.M. on 20.06-2019** for the following work:-

Sl No	Name of the Work	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Class of bidder
1	D NIe-TNo:05/EE1/DW/DMN/2019-20.	14,02,479.00	14,025.00	90(Ninety) days	Appropri-ate Class
2	D NIe-TNo:06/EE1/DW/DMN/2019-20.	11,10,872.00	11,109.00	90(Ninety) days	Appropri-ate Class
3	D NIe-TNo:07/EE1/DW/DMN/2019-20.	7,38,820.00	7,388.00	90(Ninety) days	Appropri-ate Class
4	D NIe-TNo:08/EE1/DW/DMN/2019-20.	7,38,820.00	7,388.00	90(Ninety) days	Appropri-ate Class
5	D NIe-TNo:09/EE1/DW/DMN/2019-20.	12,57,990.00	12,580.00	90(Ninety) days	Appropri-ate Class
6	D NIe-TNo:10/EE1/DW/DMN/2019-20.	12,14,650.00	12,147.00	90(Ninety) days	Appropri-ate Class
7	D NIe-TNo:11/EE1/DW/DMN/2019-20.	10,98,332.00	10,983.00	90(Ninety) days	Appropri-ate Class
8	D NIe-TNo:12/EE1/DW/DMN/2019-20.	9,48,282.00	9,483.00	90(Ninety) days	Appropri-ate Class
9	D NIe-TNo:13/EE1/DW/DMN/2019-20.	9,66,602.00	9,666.00	90(Ninety) days	Appropri-ate Class
10	D NIe-TNo:14/EE1/DW/DMN/2019-20.	7,54,892.00	7,549.00	90(Ninety) days	Appropri-ate Class
11	D NIe-TNo:15/EE1/DW/DMN/2019-20.	12,29,595.00	12,296.00	90(Ninety) days	Appropri-ate Class
12	D NIe-TNo:16/EE1/DW/DMN/2019-20.	13,24,184.00	13,242.00	90(Ninety) days	Appropri-ate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding . 20-06-2019 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID : 21-06-2019 at 16.00 Firs
Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.govin
Bid Fee : '1,000.00 each, (non refundable).
Last Date and Time for depositing both the original DD / D'Call of related to Bid Fee & EMD in the office of the undersigned positively before the Bid opening schedule: up to 3.00 P.M on 21-06-2019
All details are available in the httpsiltripuratenders.govin
Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar
North Tripura.

ICA/C/183/19

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed cover Tender / Quotation from the bonafide / Registered / Authorized / Manufactures for supply of Stationery items in favour of 12th Battalion Tripura State Rifles (1R-V111) for the year of 2019-20 covering the period 01.04.2019 to 31.03.2020 and the same will be opened on 15.06.2019 at 1600 Hrs.

2.Tender forms, Tender Notice, list of items and Terms and condition etc. may be collected from the Office of the Commandant, 12th Battalion Tripura State Rifles (IR-V111), TAC, HQr, Chakmaghat, Teliamura, Khowai Tripura from 02.06.2019 to 14.06.2019 during Office hours on cash payment of Rs. 100/- (Rupees one hundred only) being the cost of above documents (Non refundable).

3.The last date for selling of Tender Forms is 15.06.2019 up to 1300 Hrs. Tender Forms Terms & Condition, list of items etc. can be seen in the Office of the undersigned and also in Tripura Police Website (www.tripura.police.nic.in 1 www.tripura.ninc.in)

(Jitendra Debbarma, IPS)
Commandant
12th Battalion TSR (IR-VIII)

ICA/C/177/19

PRESS NOTICE INVITING TENDER FOR SUPPLY OF FISH FINGERLING

On behalf of Governor of Tripura undersigned hereby invites block wise & size wise separate Sealed covered tender from the bonafide Fish Seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.) of Karbook & Silachari Block under Karbook Sub-Division producing available quantity of fish fingerling in their owned/leased out water bodies for supply of **7 cm & above** and **10 cm & above** size Major Carp Fingerlings in different GPs/VCs under the aforesaid Block for implementation of various Pisciculture scheme during the year 2019-20.

The last date for submission of tender is 17th June, 2019 through Registered post/Speed post/Courier service etc and should reached to the office of the undersigned (in the office complex of Supdt. Of fisheries, Amarpur) **upto 1.00 PM.** The dropping of tender will be eligible only for respective Block areas bonafide fish seed growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.). The interest tenderer may contact with the office of the undersigned on or before **15th June, 2019** on any working days for collection of tender f nd details term and condition.

(J. L. Saha)
Superintendent o Fisheries
Karbook, Gomati Tripura

ICA/C/189/19

NOTIFICATION

WHEREAS, it appears to the State Government of Tripura, the land/lands specified in the schedule here to (herein after referred to as the said land/lands") is needed or is/are likely to be needed for the public purpose namely for the purpose of construction of New Railway Line from Agartala to Sabroom under Santirbazar Sub-Division in South Tripura District (herein after referred to as "the said public purpose").

Ar:D WHEREAS, as per provision of Sub-Section 1 & 2 of Section 8 of ''the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013", SIA report along with recommendation of the Expert Group has been exmined by appropriate Government and found that the proposed project is exclusively for public purpose and optimum level of public interest will be served with the setting up of the project. It is also found that no displacement will occur due to proposed acquisition, minimum quantum of land is required for the aforesaid project and no adverse effect will occur due to proposed acquisition process.

NOW THEREFORE, IT IS HEREBY NOTIFIED under the provisions of Sub-Section·l·orSecliar11· cf the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" (herein after referred to as "the Land Acquisition & Rehabilitation Act") that the said land/lands measuring more or less 1.11 acres in Mouja Birchandra Nagar is/are needed or is/ate likely to be needed for . the said public purpose at public expense.

IN EXERCISE of the powers conferred by The Section 12 of the Land Acquisition & Rehabilitation Act, the Governor, is pleased to authorize the Collector, South Tripura District, with his Surveyors and Workman to enter upon and survey the land and to perform all other acts required or permitted by that Section.

THE Senior Deputy Magistrate, South Tripura District has beer).'appointed as "an Administrator".

Particulars of the Administrator is as given below:-

NAME	ADDRESS	TELEPHONE NO
01	02	03
Subrata Choudhury, TCS, Grade-I	Office of the District Magistrate & Collector, South Tripura District.	03823-222216(Office No.) 9402574134(mobile No.)

ALL persons interested in the said land/lands are hereby warned not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons employed upon the said landhands for the purpose of the said acquisition.

NO person shall make any transaction or cause any transaction of land specified in the Preliminary Notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such Notification till such time as the proceedings are completed.

AND

IF the Government of Tripura is satisfied that the said land/lands islare needed for the said public purpose, a final Notification to that affect under Section 19 of the Land Acquisition & Rehabilitation Act, will be published in the Tripura Government Gazette in due course.

As per provisions of Section 15 of the Act, 2C13, any person interested in the above land, who has any objection to the acquisition thereof, may file an objection in writing before the Coliector, South Tripura District within 60 (Sixty) days from the date of publication of the Preliminary Notification.

GOVERNMENT OF TRIPURAREVENUE DEPARTMENT
No. F. 09 **(01)-REVIACQ/XVII/18 May, 2019**
PRELIMINARY NOTIFICATION
(U/S-11 (1) of the RFCTLARR Act, 2013)
SCHEDULE OF LAND

Name of the Distirct : South Tripura
Name of the Sub-Division : Santirbazar
Name of the Mouja : Birchandra Nagar
Name of the Tehsil : Birchandra Nagar
Name of Project : Acquisition of additional land ior construction of New Railway Line from Agartala to Sabroom

Sl. No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Acquired Area (In Acres)
1	2	3	4	5
		Jote land		
1	141	2292/30131/P	1. Linga	0.08
2	294	2136/P	Vili (Tilla)	0.12
3	390	2148/P	Tilla	0.15
4	460	2678/P	Lunga	0.06
5	667	2759/P	(Tilla)	0.02
		Total Jote land:-		**0.43**
		Khas land		
6	1/149	2201/P	Tilla	0.16
7	1/160	2471/P	Tilla	0.01
8	1/164	2229/P	Tilla	0.01
9	1/166	2676/P	Tilla	0.01
10	1/81	514/P	Lavel(patit (Tilla)	0.02
11		508/P	Tilla	0.38
12		513/P	Tilla	0.09
	Total Khas land:-			**0.68**
	Total Jote land measuring :-			**0.43**
	Total Khas land measuring :-			**0.68**
	Total Departmental land measuring :-			**0.00**
	Grand total land measuring :-			**1.11**

By order of the Governor
(A. Debnath)
Joint Secretary to the, Government of Tripura.

ICA/D/303/19-20

ছবিমুড়া ঘুরে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। নিজস্ব ছবি।

বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীর প্রতি ত্রিপুরাবাসীর আস্থা অটুট রয়েছে বিরোধীরা ষড়যন্ত্রের যোগ্য জবাব পেয়েছেন : রেবতি ও প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন ।। লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় বিজেপির বিরুদ্ধে সমস্ত কুৎসা ও অপপ্রচারের জবাব দিয়েছেন ত্রিপুরাবাসী। অভিনন্দন সমাবেশে আজ এ-কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ত্রিপুরার নবনির্বাচিত দুই সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরা ও প্রতিমা ভৌমিক। তাঁদের কথায়, নরেন্দ্র মোদীর প্রতি ত্রিপুরাবাসীর আস্থা অটুট রয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় তা প্রমাণ করেছে।

শুক্রবার বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির উদ্যোগে আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে অভিনন্দন সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে । ওই সমাবেশ থেকে রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি বিজেপি-র প্রতি আস্থা রাখার জন্য সকলকে কুর্নিশ জানিয়েছেন নবনির্বাচিত দুই সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরা ও প্রতিমা ভৌমিক। রেবতিকুমার ত্রিপুরার কথায়, লোকসভা নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা পূর্ব আসনে বিজেপি সম্পর্কে নানা কুৎসা ও অপপ্রচার চালানো হয়েছিল । নানা মহল বিজেপি-র জয় নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিল । কিন্তু, ত্রিপুরাবাসী ভোটে যোগ্য জবাব দিয়েছেন। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি-র বিপুল ভোটে জয় প্রমাণ করেছে, ত্রিপুরায় বিজেপির প্রতি মানুষের আস্থা অটুট রয়েছে । তিনি বলেন, ত্রিপুরাবাসী বুঝে গেছেন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেই উন্নয়ন সম্ভব । তাই, দুটি আসন বিজেপি ঝুলিতে গেছে। তিনি আশ্বাস দেন, নির্বাচনে যাঁরা বিজেপিকে ভোট দেননি তাঁদের জন্যও সমানভাবে কাজ করবেন । তাই, নতুন ত্রিপুরা গড়ে তুলতে তিনি সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন। প্রতিমা ভৌমিকও আজ একই সুরে ত্রিপুরাবাসীকে নির্বাচনের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন । তিনি বলেন, বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে ত্রিপুরাবাসীকে বিভ্রান্ত করেছেন । কিন্তু, দীর্ঘ বাম শাসনে পরিক্ষিতদের সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রত্যাখাত হয়েছে । প্রতিমা ভৌমিকের কথায়, ত্রিপুরা এবং দেশের উন্নয়ননে সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ মন্ত্র নিয়েই বিজেপি এগিয়ে চলেছে । এখন তার সাথে জুড়েছে সব-কা বিশ্বাস মন্ত্রও । তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, বিজেপির মন্ত্রে দীক্ষিত, তাই সকলকে নিয়েই শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলার দিশায় এগিয়ে যেতে চাইছেন। সেই সফরের সঙ্গী হয়ে গর্ব অনুভব করছেন। সাথে যোগ করেন, ত্রিপুরাবাসী আমাকে যোগ্য মনে করেছেন তাই সকলের উন্নয়ন এখন একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছি ।

আজকের সমাবেশ মঞ্চ থেকে ত্রিপুরার দুই নবনির্বাচিত সাংসদ অঙ্গীকার করে বলেন, ত্রিপুরার সমস্ত জনগণের জন্য নিরলস কাজ করব। ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ আসনে পৌছাব।

আজ জামাই ষষ্ঠী ঃ প্রস্তুত শাশুড়ি-মারাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রাত পোহালেই জামাই ষষ্ঠী। শাশুড়ী মায়ের কাছে জামাই বাবাজী চিরকালই অতি স্নেহের পাত্র। এক্ষেত্রে বয়সের কোন বালাই নেই। জামাইকে বরণ করতে প্রতিটি বাড়ি বাড়িতে শাশুড়ী মায়েরা প্রস্তুত। চলেছে ষষ্ঠী পূজার বাহারী আয়োজন। আবার অনেকে জামাই বাবাজীকে বিষ্ণুপুরুষ হিসেবেও গন্য করেন। স্বাভাবিক ভাবেই জামা বাবাজীকে তুষ্ট করতে শাশুড়ী মায়েদের ঐকান্তিক চেষ্টায় কোন ত্রুটি থাকেনা। জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে বাজার হাটেও ক্রেতাদের বাড়তি উন্মাদনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাপড়, ফল ও মিষ্টির দোকাতো বটেই মাছ মাংশের দোকানেও অনেক বেশি। হিন্দু বাঙালীদের বারোমাসে তেরো পার্বনের অন্যতম পার্বন হিসেবেই পরিচিত জামাই ষষ্ঠী। জামাই ষষ্ঠীর প্রভাবযে স্কুল অভিস আদালতেও পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অনেকেই কর্মক্ষেত্র থেকে আগাম ছুটিও নিয়ে নিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই জামাই ষষ্ঠীর দিনে অফিস আদালতে কর্মচারীদের উপস্থিতির হারও থাকবে অনেকটাই কম। জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে শাশুরীরা বাহারী আয়োজন করলেও ষষ্ঠীর বিভিন্ন উপক্রম এখন অনেকেই বাড়িঘরে তৈরি করেন না। বাজারেই পাওয়া যায় সবকিছু। বাজার থেকেই ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছেন অনেকেই। রাজধানীর মঠ চৌমুহনী, মহারাজগঞ্জ বাজার, লেইক চৌমুহনী, বটতলা সহ বিভিন্ন বাজারে এই চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। গ্রাম ত্রিপুরায় জামাই ষষ্ঠীতে আম, কাঠাল, আনারস ইত্যাদির প্রচলন দিল ব্যাপকহারে। গ্রাম ত্রিপুরা সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে রকমারী মিষ্টি, দই, ইত্যাদির প্রচলন। ফলে ব্যবসায়ীদের ভাগ্য পোয়াবারো। হিন্দু বাঙালীদের জামাইষষ্ঠীর এই রীতিনীতি - জামাই ও শশুরবাড়ির মধ্যে সম্পর্ককে আরও নিবিড় করতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। গ্রাম ত্রিপুরায় এটি এক অন্যতম কৃষ্টি সংস্কৃতিও বটে।

পেট্রোল-ডিজেল ফের সুখবর নিয়ে এল, আশার দিন দেখছে দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): আবারও বদলে গেল পেট্রোল এবং ডিজেলের মূল্য তালিকা। তেল বিপণন সংস্থাগুলির মূল্য তালিকা অনুযায়ী শুক্রবার ভোর ৬টা থেকে বদলালো তেলের দাম। বিশ্ব বাজারে তেল সস্তা হওয়ার জেরে পেট্রোল-ডিজেলের দর কমছেই। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে শুক্রবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে পেট্রোল-ডিজেলের দর। নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, যথাক্রমে এই চারটি মেট্রো সিটি-সহ দেশের সমস্ত শহরে সস্তা হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেল। নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম কমেছে যথাক্রমে, ০.১৩ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.১২ পয়সা (কলকাতা), ০.১৩ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম কমেছে ০.১৪ পয়সাঊ পাশাপাশি উপরোক্ত চারটি মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম কমেছে যথাক্রমে, ০.৩২ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.৩২ পয়সা (কলকাতা), ০.৩৩ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম কমেছে ০.৩৪ পয়সাঊ

নতুন মূল্য তালিকা অনুযায়ী, শুক্রবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম কমে হয়েছে ৭০.৯৪ টাকা প্রতি লিটার, কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হল ৭৩.১৯, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম কমে হয়েছে ৭৬.৬৩ টাকা এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের নতুন দাম হল ৭৩.৭০ঊ পাশাপাশি চারটি মেট্রো সিটিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম কমে হয়েছে, ৬৪.৯০ (নয়াদিল্লি), ৬৬.৮২ (কলকাতা), ৬৮.০৬ (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম কমে হয়েছে ৬৮.৬৬ টাকাঊ সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, ইতিমধ্যেই অপরিশোধিত তেলের দাম কমছে। আন্তর্জাতিক বাজারের এই মূল্য হ্রাসের প্রভাব আপাতত চলবে। আগামী কিছু দিন এই ভাবে দুই জ্বালানির দাম কমতে থাকবে। দুই জ্বালানির দাম কমায় স্বস্তিতে রয়েছেন সাধারণ মানুষ।

উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন ।। রাজধানীর অন্যতম বনেদি স্কুল উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা। স্কুলের পঠনপাঠন এবং শিক্ষক অভিবাবকদের মধ্যে আন্তরিক যে বন্ধন গড়ে উঠেছে তাতে অভিনন্দিত করেছেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে গড়ে উঠা উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়টি রাজ্যের অন্যতম বনেদি স্কুল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় নিজেদের অবস্থান মজবুত করেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অভিভাবকদের আন্তরিক প্রয়াস এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিদ্যালয় অভ্যন্তরের পঠন পাঠন সহ আনুসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় বিদ্যালয়টিকে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। শুক্রবার উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন এবং বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা। উদ্বোদনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক আশিশ কুমার সাহা বলেন, বিদ্যালয়টি সুনামের সঙ্গে নানা কর্মসূচি সফল বাস্তবায়ন করে চলেছে। অভিভাবকদের ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের বিষয়ে সন্তুষ্টির প্রমাণ মিলেছে। শিক্ষক অভিভাবকদের যৌথ প্রচেষ্টা সামগ্রিক শিক্ষাকে উন্নত করতে ভূমিকা পালন করছে বলে উল্লেখ করেন বিধায়ক শ্রী সাহা। বিদ্যালয়টি আগামীদিনে বিশেষ ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পরিণত হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। ছাত্রছাত্রীরা সুশিক্ষা লাভ করুক এবং ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক সেটাই প্রত্যাশা করেন বিধায়ক শ্রী সাহা।

অনুষ্ঠানে আন্তঃস্কুল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

প্রয়াত সাংবাদিকের বাসভবনে গিয়ে সমবেদনা প্রেসক্লাবের

আগরতলা, ০৭ এপ্রিল ।। আগরতলা প্রেসক্লাবের এক প্রতিনিধি দল আজ প্রয়াত সাংবাদিক অনিমেষ দত্তের বাসভবনে গিয়ে তার পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রয়াত সাংবাদিকদের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তার স্ত্রীর হাতে আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা এবং স্যন্দন পত্রিকার অফিসের পক্ষ থেকে ২৫ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রয়াত সাংবাদিকের শিশু কন্যার শিক্ষার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই ব্যাপরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রয়াত সাংবাদিকের স্ত্রীর একটি চাকরির ব্যাপারেও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সুবল কুমার দে, সাধারণ সম্পাদক প্রণব সরকার ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অরুণ নাথ।

রাহুল চাইলে দুবছরের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি হতে চান আসলাম শের খান

ভোপাল, ৭ জুন (হি.স.) : দুবছরের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি হতে চান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অলিম্পিয়ান আসলাম শের খান। শুক্রবার তাঁর এমনই ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন আসলাম ঊ শুধু ইচ্ছা নয় তিনি নাকি এবিষয় জানিয়ে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে চিঠিও দিয়েছেন ঊ তিনি জানিয়েছেন, রাহুলকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। যদি রাহুল এই পদ ধরে রাখতে চান, তাহলে কিছু বলার নেই। কিন্তু যদি পদ ছাড়তে চান তাহলে সেই পদে আমি বসতে রাজী। তবে দুবছরের জন্য।

তাঁর এই ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে চাইলে আসলাম জানান, রাহুল নিজেই বলেছিলেন কংগ্রেস সভাপতির পদ ছাড়তে চান, নেহেরু-গান্ধী পরিবারের বাইরের কাউকে এই পদ দিতে চেয়েছিলেন। তাই আবেদন করেছি।

আসলাম নিজের এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জানান, নিজের স্বার্থের জন্য নয়, কংগ্রেসের সাংগঠনিক উন্নয়নের কাজে গতি আনতেই তিনি কংগ্রেস সভাপতি হতে চাইছেন। দলের খোল নলচে বদলে ফেলে পার্টির উন্নতি ঘটানোই তাঁর লক্ষ্য বলে জানান এই নেতা।

তাঁর মতে গোটা দেশ নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে রায় দিয়েছে, কংগ্রেসের বিপক্ষে নয়। মানুষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। এর দায় দলের প্রতিটি নেতার। দল একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। সেই লড়াইয়ে সবাইকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান আসলাম।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবির পর কংগ্রেস সভাপতি থেকে পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ঊ দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শীর্ষ কংগ্রেস নেতাদের নিজের বিকল্প খোঁজার ভার দিতেও চেয়েছেন রাহুল গান্ধী। তবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতি ক্রমে রাহুলের পদত্যাগপত্র বাতিল করা হয়। তবে রাহুলের পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশের পরে আসলাম খানই প্রথম নেতা, যিনি রাহুলের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে রায় দিয়ে কংগ্রেস সভাপতির পদে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রায়গঞ্জ মাথাভাঙায় বিজেপির বিজয় মিছিল

রায়গঞ্জ, ৭ জুন (হি.স.) : প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির জয়ী সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীর সমর্থনে বিজয় মিছিল করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার কালিয়াগঞ্জ শহরে বিজেপির বিজয় মিছিলকে ঘিরে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতঊ এদিকে, আজ কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে বিজয়ী সাংসদ নিশীথ প্রামানিকের নেতৃত্বে বিজেপির বিজিয় মিছিল হল মাথাভাঙায়। শুক্রবার মাথাভাঙ্গা শনিমন্দির মোর থেকে মিছিল শুরু করে গোটা শহর পরিক্রমা করে।

আর কোনও বিজয় মিছিল হবে না। নিমতায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী নির্মল কুণ্ডু খুনের ঘটনার পর দিন তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাঁর এই হুশিয়ারির ২৪ ঘন্টার মধ্যেই প্রশাসনের নির্দেশকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার কর্মী সমর্থকদের নিয়ে কালিয়াগঞ্জে বিজয় মিছিল করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বিজেপি সাংসদ সদস্য দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী বিজয় মিছিলে উপস্থিত না থাকলেও রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে কালিয়াগঞ্জ শহরে বিজেপির বিজয় মিছিলকে ঘিরে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মত ঊ

এদিন, বিজয় মিছিল শুরুর আগেই এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তিনি বলেন, বিজয় মিছিল করার জন্য, প্রশাসনের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নেওয়া হয়েছে। আচমকা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মিছিল বন্ধ করে দেবেন তা তাঁরা মানবেন না। মিছিল তাঁরা করবেনই, যদি ক্ষমতা থাকে তাঁকে ক্ষমতা থাকলে গ্রেফতার করে দেখাক হুমকি দিয়ে বলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি এও বলেন, এবারের লোকসভা ভোটে বাংলার মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলায় পরিবর্তন হচ্ছেই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশে পরিনত করতে চাইছেন, তাই তাঁর স্লোগান 'জয় হিন্দ' 'জয় বাংলা'। 'জয় শ্রীরামে' তাঁর আপত্তি।

এদিকে, আজ কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে বিজয়ী সাংসদ নিশীথ প্রামানিকের নেতৃত্বে বিজেপির বিজিয় মিছিল হল মাথাভাঙায়। শুক্রবার মাথাভাঙ্গা শনিমন্দির মোর থেকে মিছিল শুরু করে গোটা শহর পরিক্রমা করে। এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র বিজেপির বিজয়ী প্রার্থী নিশীথ প্রামানিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সাধারন সম্পাদক অভিজিৎ বর্মন, সম্পাদক মনোজ ঘোষ সহ বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এদিন প্রায় কয়েক শতাধিক কর্মী সমর্থক মিছিলে পা মেলান।

কোচবিহার জেলা বিজেপির সম্পাদক মনোজ ঘোষ বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল জয়ে এদিন মাথাভাঙ্গাতে বিজেপির বিজয় মিছিল। মুখ্যমন্ত্রী বিজয় মিছিল না করার ব্যাপারে মনোজ ঘোষ বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নির্দেশে বিজয় মিছিল হবেই। এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার।"

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয় মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তাঁর এই হুঁশিয়ারির জবাবে বৃহস্পতিবারই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ পাল্টা বলেন, বিজয় মিছিল করবই। জোর করে আটকাতে গেলে চরম সংঘাতের পথে যাবে দল। এখনও কোথাও সেভাবে বিজয় মিছিল হয়নি। শীঘ্রই জেলায় জেলায় বিজয় মিছিল করা হবে। তিনি বলেন, মেদিনীপুরেও বিজয় মিছিল হবে। বিজয় মিছিলের কথা প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তারপরেও রুখতে গেলে প্রতিরোধ হবেই। মুখ্যমন্ত্রী যা আচরণ করছেন, তা চরম স্বৈরতান্ত্রিক এবং একনায়কতন্ত্রের সমতুল। বিজয় মিছিল রুখলে মানুষ তা কড়ায়গন্ডায় মিটিয়ে দেবে। আর দিলীপ ঘোষের এই হুঁশিয়ারির পরেই আজ হুগলিতে বিজয় মিছিল করল বিজেপি।

কাছাড়ে উদ্ধার ব্রাউন সুগার ও হেরোইন গ্রেফতার দুই

শিলচর (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : নেশা জাতীয় দ্রব্যের পাচারে কাছাড় জেলা মাফিয়াদের কাছে মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে উঠেছে। ড্রাগস সহ বিভিন্ন নেশা দ্রব্যের কারবারিরা দীর্ঘ দিন থেকে কাছাড় থেকে মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা সহ অন্যান্য স্থানে সহজে পাচার করছে। সাম্প্রতিককালে বহু ড্রাগস পাচারকারী পুলিশের জালে পড়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে বহু নেশাদ্রব্যও। এমনভাবেই শুক্রবার ড্রাগস পাচারের অভিযোগে কাছাড় জেলায় দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে হেনবই সিংহের মণিপুরের গুলেরথলে এবং বিনয় দাসের বাড়ি কাছাড় জেলার বিন্নাকান্দিতে। গোয়েন্দা সূত্রের ভিত্তিতে লক্ষ্মীপুরের এসডিপিও অনুরাগ শর্মা এবং জিরিঘাট পুলিশ স্টেশনের ওসি মনোজ রাজবংশী হাইওয়েতে ওত পেতে বসেছিলেন। সেখানেই পাচারের সময় তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়।

বাজেয়াপ্তকৃত সামগ্রীর মধ্যে ১৬৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং ৮৮ গ্রাম হেরোইন রয়েছে। একটি মোটর সাইকেল এবং একটি গাড়িও আটক করা হয়েছে তাদের হেফাজত থেকে। কাছাড়ের পুলিশ সুপার মুগ্ধজ্যোতি দেবমহন্ত এ

ছয়ের পাতায় দেখুন

গজলডোবায় পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেবের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ এবং কালো পতাকা

দার্জিলিং, ৭ জুন (হি.স.) : হেলিপ্যাড তৈরির নিয়ে আবারও গজলডোবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল। শুক্রবার গজলডোবায় পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেবের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ এবং কালো পতাকা দেখিয়ে গো-ব্যাক স্লোগান দিলেন কৃষকরা। যদিও আন্দোলনকারী কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে চান মন্ত্রী গৌতম দেব। তবে রাজি হয়নি আন্দোলনকারীরা। এরপরই কথা না বলে বেরিয়ে যান গৌতম দেব।

গজলডোবার তিস্তা নদী লাগোয়া টাকিমারির চরে রাজ্য সরকার প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় করে ৮ একর জমির উপরে হেলিপ্যাড তৈরির নিয়ে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল। শুক্রবার সকাল থেকে এই ঘটনার জেরে প্রবল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এলাকায়। এ দিন সকালে গৌতম দেব পর্যবেক্ষণ করতে গেলে তাঁকে কালো পতাকা দেখাতে থাকেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। হেলিপ্যাডের প্রস্তাবিত জমি সরকারি হলেও এলাকার অন্তত ৫০টি কৃষক পরিবার সেখানে বসবাস এবং চাষবাস করেন। কৃষকদের অভিযোগ, ওই জমিটি তিন ফসলি, তাই সেই জমিতে হেলিপ্যাড তৈরি করা যাবে না। বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া তাঁরা রাজ্য সরকারকে জমি ফেরাতে নারাজ। দিন কয়েক আগে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে চিহ্নিত জমির উপরে হেলিপ্যাড তৈরির ব্যাপারে একটি সরকারি নোটিশ বোর্ড লাগানো হয়।

এই প্রসঙ্গেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলতে চায় মন্ত্রী গৌতম দেব। তবে কিছুতেই কথা বলতে রাজি হয়নি। এ দিন গৌতম দেবকে গাড়ি থেকে নামতে দেয়নি কৃষকরা। কালো পতাকা-সহ বিভিন্ন স্লোগান লিখে গাড়ির সামনে ঘেরাও করে। তবে মন্ত্রী পালটা পদক্ষেপের বদলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। যদিও কৃষকদের দাবি তারা কোন মতেই জমি ছাড়তে রাজি হয়। দরকার হলে আমরা জলপাইগুড়ির হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে মামলা করবো।

এই ঘটনার পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে বলে অভিযোগ শাসকদলের। দিন দুয়েক আগে হেলিপ্যাড বিতর্কে ঝামেলা হয় গজলডোবায়। "জয় শ্রী রাম" স্লোগান দিয়ে জমিতে পুঁতে রাখা সাইনবোর্ড ভেঙে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে কৃষকরা।

নেশা সামগ্রী সহ আটক অটো চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন ।। ব্রাউনসুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেটের পাউডার সহ নারায়নপুরের এক অটো চালক আটক খোয়াইয়ের বাচাইবাড়িতে। বৃহস্পতিবার রাতে খোয়াইয়ের চাম্পাহাওড় থানা এলাকার বাচাইবারি থেকে প্রমিলা বাহিনী আটক করে এই নেশা পাচারকারীকে। অটোটিতে তল্লাশি চালিয়ে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করে মহিলারা। আটক অটো চালকের নাম দিবাকর দাস। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে যায় মহকুমা পুলিশ আধিকারীক সৌরভ সেন ও চাম্পাহাওড় থানার পুলিশ। নেশা সামগ্রী, অটো সহ যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুলিশ। উত্তেজিত জনতার রোষানলে পড়ে আটক যুবক। তার মাথায় আঘাত লাগে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত যুবকের কাছ থেকে ১২৪ গ্রাম নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য ৫ লক্ষ টাকা। আগরতলার উদ্দেশ্যে এই নেশা সামগ্রী নিয়ে আসছিল বলে জানিয়েছে ধৃত যুবক। তার বিরুদ্ধে এন ডি পি এস অ্যাক্টে মামলা নিয়েছে পুলিশ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।